



# প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13<sup>th</sup> Year, 42 Issue • 13 February, 2022, Sunday • ৩০ মাঘ, ১৪২৮, রবিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। ধৈর্যের যখন বাঁধ ভেঙে যায় তখন বানকুড়ালিও যেন টর্নেডো হয়। হলোও তাই। প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসা কংগ্রেস এদিন যেন জ্বলে উঠলো দাবানল হয়ে। যে কংগ্রেস ভবনে এতদিন প্রদীপ জ্বালানোর লোক খুঁজে আনতে হতো, সুদীপ বর্মণেরা কংগ্রেসে যোগ দিতেই যেন পুরোনো মেজাজে ফিরলো ভবন। এদিন সকালে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে যেন উপচে পড়লো জনশ্রোত। ছুটখোলা গাড়িতে তখন সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা, এআইসিসির পর্যবেক্ষক ড. অজয় কুমার, পিসিসি সভাপতি বীরজিং সিনহা এবং গোপাল রায় তাদেরকে ঘিরেই শুরু হয়েছে উজ্জ্বল। যার রেশ পড়েছে পোস্ট অফিস চৌমুহনিতেও। জনস্রোত দেখে উজ্জ্বলিত সুদীপবাবুর বিজেপিতে গিয়ে যা করতে পারেননি, কংগ্রেসে ফিরে সেটাই করে দেখালেন তিনি। রাখলেন জোর বার্তাও। মেলারমাঠ আর রাজবাড়ির দিকে ছড়িয়ে দিলেন বন্ধুত্বের বার্তা। উজ্জ্বলিত নেতা-কর্মীদের সামনে ব্যাখ্যা করলেন বিজেপি হঠানোর রণকৌশল। তবে এদিনকার জনোচ্ছ্বাস আর গণসংবর্ধনায় আগুত সুদীপ বর্মণেরা। কংগ্রেস ভবনে দাঁড়িয়েই এক মবীণ কংগ্রেস নেতা বলছিলেন, বনবাস থেকে ফিরলেন রাম। এবার তার রাজ আসনে বসার অপেক্ষা। বিজেপির সংসারকে সুদীপবাবুর বনবাসের



সঙ্গেই তুলনা করেছেন তিনি। বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সম্প্রতি। সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস সাহা ২০১৮ সালে যে রাজনৈতিক দল থেকে ভোটে জিতেছিলেন, সেই দল থেকেও অব্যাহতি নিয়েছেন। গত ৮ তারিখ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ান্থা গান্ধি এবং রাহুল গান্ধির উপস্থিতিতে কংগ্রেস দলে যোগদান করেন সুদীপ-আশিসবাবু দু'জনেই। শনিবার দিল্লিতে যোগদানপর্ব সেরে এনারা রাজ্যে ফিরলেন। সঙ্গে এলেন রাজ্যের পর্যবেক্ষক ডা. অজয় কুমার, কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি বীরজিং সিনহা এবং আসাম কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ শ্রী যোশী। মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে অপেক্ষারত ছিলেন রাজ্যের বরিশত কংগ্রেস নেতা গোপাল রায়। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে করে এদিন বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ যখন সুদীপবাবুরা বিমানবন্দরের বাইরে আসেন, তখনই দলীয়

কর্মী সমর্থকরা তুলু উৎসাহে তাদের প্রিয় দুই নেতাকে বরণ করে নেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিমানবন্দর চত্বরটি ফুলের মালা, স্লোগান, কড়তালিতে আবেগে মুখর হয়ে উঠে। সুসজ্জিত গাড়ি দাঁড়ানো। গলায় ফুলের মালা পড়ে, কর্মী সমর্থকদের স্লোগানে-স্লোগানে ভর করে সুদীপ-আশিস সহ দিল্লি থেকে আগত পাঁচ জনের সকলেই একটি মিনি ট্রাকে উঠে পড়েন। সদ নেন গোপালবাবুও। শত-শত বাইক সহ সুদীপবাবুদের নিয়ে মিছিলটি ধীরে ধীরে শহরমুখী হয়। আসার পথে বিভিন্ন জায়গায় দলীয় সমর্থকরা গাড়িটিকে থামান। নিজেদের ভালোবাসা উজাড় করে ফুলের মালা অথবা একটি করে ফুল হাতে তুলে দেন। মহাকরণের সামনে গাড়িটি আসতেই গোয়ালাবস্তি থেকে বেশ কয়েকজন এসে সুদীপ-আশিসদের গাড়ি থামিয়ে সংবর্ধনা জানান। তারপর মিছিল বিদ্রুপকর্তা চৌমুহনি হয়ে গণরাজ চৌমুহনি, পূর্ববাহী হয়ে মঠ চৌমুহনি, মোটরস্ট্যান্ড হয়ে কামান চৌমুহনি এবং শেষেষ্যে পোস্ট অফিসস্থিত এলাকার কংগ্রেস ভবনে এসে ইতি টানেন। সেখানে সুসজ্জিত মধ্যে অপেক্ষমান ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বরিশত কংগ্রেস নেতা সমীর রঞ্জন বর্মণ। ধীরে ধীরে ডা. অজয় কুমার, সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা, বীরজিং সিনহা, গোপাল রায় এবং আসাম কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষরা মধ্যে উঠেন। উপস্থিত দলীয় কর্মীরা তখন স্লোগানে তাদের সকলকে অভ্যর্থনা জানান। তারপর একে একে শুরু হয় ভাষণপর্ব। এদিকে, মিডিয়ার উপর আক্রমণ নিয়ে শনিবার প্রকাশ্যে সরব হলেন প্রাক্তন মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ। মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে এদিন কংগ্রেস ভবনে ফিরে এসে বক্তব্য রাখেন তিনি। সুদীপবাবুর বক্তব্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পলিসি ও প্রাসঙ্গিক নানা বিষয় উঠে আসে।

এদিনের বক্তব্যে প্রাধান্য পায় মিডিয়ার উপর সরকার পক্ষের আক্রমণের বিষয়টিও। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুদীপবাবু বলেন— ‘আমরা অনেককে বলি, সব মিডিয়াকে ভুল বুঝবেন না। তাদের কোনও দোষ নাই। তাদের উপর অনেক চূড়ান্ত প্রেসার’। রাজ্যে সংবাদমাধ্যমের উপর সরকারের হুমকি আছে, এ বিষয়টি উল্লেখ করে সুদীপবাবু বলেন— ‘সাহস করে খবর দেখালে, চ্যানেলের লাইন কেটে দেওয়া হয়। আপনারা ভেবে দেখুন, যে চ্যানেলগুলো দেখতেন, সেগুলো এখন দেখা যায় না। কিছু কিছু পত্রিকা সত্যকে সত্য লেখে বলে, হামলা হয়, গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, ভাঙুর হয়’। এদিন কংগ্রেস ভবনের মধ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুদীপবাবু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের একটি পুরোনো বক্তৃতার প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন— ‘মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষরিত বক্তব্যের পর এ রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৪০ জন সাংবাদিকের উপর আক্রমণ হয়েছে। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না।’ এমন একটি সরকারকে কিভাবে আমরা সন্দেহ করতে পারবো? এদিন সুদীপবাবু প্রকাশ্যে এই কথাগুলো বলার পর রাজ্যের সংশ্লিষ্ট সংবাদকর্মীদের মধ্যে এক প্রকার স্বস্তি লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে এদিনের এই বক্তব্য নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে রাজ্যের অগণিত গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকরাও নিজেদের গঠনমূলক আলোচনা তুলে ধরেন।

## টিএসআর জওয়ানদের প্রতি সরকার আন্তরিক



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। টিএসআর জওয়ানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি রাজ্য সরকার আন্তরিক। জওয়ানদের মনোবল বৃদ্ধি ও তাদের বিভিন্ন বিষয়ে বাস্তবিক অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যেই আমি বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করছি। মতবিনিময় করছি জওয়ানদের সাথে। আজ টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পরিদর্শন শেষে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী এদিন টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। সেখানে সৈনিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে জওয়ানদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। জওয়ানদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত হন। প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণও করেন। বীরত্বের সাথে কর্তব্য পালনে যেসব জওয়ানগণ জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পর টিএসআর আবাসনে অবস্থানরত জওয়ানদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন তিনি। সৈনিক সম্মেলনে জওয়ানদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে

করেন। সেখানে সৈনিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে জওয়ানদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। জওয়ানদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত হন। প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণও করেন। বীরত্বের সাথে কর্তব্য পালনে যেসব জওয়ানগণ জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পর টিএসআর আবাসনে অবস্থানরত জওয়ানদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন তিনি। সৈনিক সম্মেলনে জওয়ানদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে

মতবিনিময় করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, নাগরিক পরিষেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও দ্রুততা আনার লক্ষ্যে গুচ্ছ পরিকল্পনা গৃহিত হয়েছে। এর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংশোধনিগুলিও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে। জনগণের স্বার্থে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের গৃহিত প্রকল্পের ইতিবাচকতা ও সফল সম্পর্কে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের ইতিবাচক ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্য প্রণালীতেও সফলভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। সম্ভাবনামূলক ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## বঙ্গবন্ধুর স্লোগানে সুদীপ, সমর্থনে জীতেন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। এবার বঙ্গবন্ধুকেই যেন ধার করলেন এ রাজ্যের বন্ধু। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়িয়ে যেভাবে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, এবার আগরতলায় কংগ্রেস ভবনের সামনে প্রায় একই চণ্ডে বিজেপি মুক্তির ডাক দিলেন সুদীপ রায় বর্মণ। বঙ্গবন্ধুর স্লোগানকে ধার করে সুদীপবাবু বলেন, এই লড়াই ক্ষমতা দখলের লড়াই নয়, এই লড়াই মানুষকে মুক্তির লড়াই। আর এই লড়াই জিতেতে গেলে যা যা করতে হবে সব করতেই আমরা প্রস্তুত। সেই ঐতিহাসিক ৭ মার্চের



ডাক দিয়েছিলেন — যার ঘরে যা আছে দা, হাতা, খুন্তি সব নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। প্রতিরোধ গড়ে



আপামর জনগণকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যার যা আছে তা নিয়েই প্রতিরোধ গড়ে



এগিয়ে আসুন। উল্লেখযোগ্যভাবে সুদীপ রায় বর্মণের এই বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন সিপিএম রাজ্য

তুলুন রাজ্যকারদের বিরুদ্ধে। শনিবার আগরতলায় সুদীপ রায় বর্মণ বাইক বাহিনীর বিরুদ্ধে তুলুন। এখানে দল-মত-ধর্ম দেখবেন না। প্রতিবেশীকে প্রতিবেশী বিরোধিতা করেই সাহায্যে মানুষদের কাছে আহ্বান জানিয়ে বলছে, যে স্বৈরাচারীতা চলছে, যে নৃশংস আক্রমণ চলছে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে হামলাবাজদের আটকানো যাবে না। প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধই হলো এদের ঠেকাবার মূল অস্ত্র। এক্ষেত্রে আইনি অপরাধ হয় এমন অস্ত্র ছাড়া যার ঘরে যা আছে তা নিয়েই আত্মরক্ষায় বেরিয়ে পড়ার কথাও বলেন জীতেনবাবু। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ দেশবাসীকে মুক্তি দিতে যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## রাজা বাহিনীর হাতে আক্রান্ত মাতৃশক্তি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। বড়জলায় একটি রাস্তার দখল নিয়ে কতিপয় মহিলা ও ‘জমি মাফিয়া’-দের মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে। পুলিশ এলেও অভিযোগ, তারা পক্ষপাতিত্ব করছেন। এয়ারপোর্ট যাওয়ার রাস্তায় একটি গাড়ির শোরগুমে কাছে একটি নতুন গড়ে ওঠা বসতি নিয়ে গণ্ডগোল। বিশাল অনাবাদী



জমিতে এখন বাড়ি গড়ে উঠছে। সেখানে নতুন পাড়া হচ্ছে। সেই পাড়ার রাস্তায় বেড়া বসিয়ে পথ আটকে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন সেখানে বসবাসকারী কয়েকজন মহিলা। তাদের অভিযোগ ‘মাফিয়া’ রাজ্য চৌধুরীর পাঠানো রাজেশ রায়, শীতু দাস’রা রাস্তায় বেড়া দিয়ে দেন, সেই বেড়া ভেঙে দেন মহিলারা। তারপরেই দুই পক্ষই হাতাহাতি হয়। মহিলাদের অভিযোগ তাদের মারা হয়েছে, খোয়া গেছে গলার হার ইত্যাদি। এই পাড়ায় যারাই ঘর তুলছেন, তাদের ‘হপ্পা’ দিতে হবে রাজ্য চৌধুরীদের, টাকা দেওয়া হচ্ছে না বলেই বেড়া দিয়ে রাস্তা আটকে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## টর্নেডো না আশ্রয়!

মিহিদানা

ত্রিপুরার রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে পথে এগোচ্ছে তাতে কপালে ভাঁজ বিজেপি নেতাদের। শনিবার দিল্লি থেকে সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা’দের ফেরার দিনটিতে কংগ্রেসে দীপাবলির আয়োজন হল। যেন বনবাস কাটিয়ে অযোধ্যায় ফিরছেন রাম লক্ষ্মণ। খোষণা ছিলো এই ঘরওয়াপসিতে দুই হাজার বাইকের মিছিল বিমানবন্দর থেকে মিছিল করে নেতাদের কংগ্রেস ভবনে নিয়ে আসবে। দুই দিন আগেই বিজেপির মণ্ডলে মণ্ডলে সভা বসে যায়, রুখতে হবে মিছিলকারীদের। এরপরও শুক্রবার রাতে পুলিশের কাছে রিপোর্ট আসে, মিছিলে লোকসংখ্যা চার হাজার ছাড়াতে পারে। সেদিনই দলীয় সভায় দলের নেতাদের পাশে রেখে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করে নিলেন দলে ফলট আটকে। কিভাবে তা মিটিয়ে ভোট বাড়াতে হবে আগামী নির্বাচনে তারও পরামর্শ

An Initiative by Joyjit Saha

# Big Books

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

পারুল প্রকাশনী

AGARTALA GUWAHATI KOLKATA DELHI/NCR

53 Shishu Uddyan Bijnani Bazar A. K. Road Agartala 799001

9774414298

বিজ্ঞপনে বিমাতৃ না-হয়ে পারুল নামের পাশে প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী-রই কিনুন

দিলেন। এই যখন শাসক দলের অবস্থা তার পরিপূর্ণ আমেজ নিচ্ছে প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএম। রাজ্যে এখন সিপিআইএম’র সাংগঠনিক সম্মেলন চলছে। ফলে নেতাদের খোলামেলা প্রতিক্রিয়াও জানতে পারছেন সাধারণ মানুষ। আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিআইএম’র কি জোটের সম্ভাবনা আছে? এমন প্রশ্নও চলে আসছে। সাংবাদিকের এইরকম এক প্রশ্নের জবাবে সিপিআইএম সম্পাদক জীতেন চৌধুরী জানান, উনারা বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরেছেন। আমরা এও শুনছি আরও অনেকেই নাকি আসছেন। তারা বলছেন বিজেপির আমলে গণতন্ত্র বিপন্ন। আর আমরা রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে মাঠে কাজ করে আসছি। তারাও কাজটা করুন। শুধু মুখে বললে তো হবে না। মাঠে দেখা হবে। তখন না হয় সেসব ভাবা যাবে। এতো গেল সিপিআইএম নেতাদের মুখের কথা। অদূর ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## ‘ক-সি-তি’ ব্রহ্মাঙ্গে বিজেপি বধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়েই রাজ্য সরকারকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার স্বপ্নার দিয়েছিলেন বিজেপিত্যাগী সুদীপ রায় বর্মণ। কোন্ অংকে, কোন্ ছকে বর্তমান সরকার সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে সেই ব্যাখ্যা না দিয়েই দিল্লি যাত্রা করেছেন তিনি। জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের পর রাজ্যে ফিরে শনিবার যে অভূতপূর্ব সাড়া এবং সংবর্ধনা পেয়েছেন তিনি এতে অভিভূত সুদীপবাবু কংগ্রেস ভবনের সামনে যে বক্তব্য রেখেছেন এতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের দিগ্ নির্দেশ স্পষ্ট। রাজনৈতিক সঙ্গী, জোট কিংবা একক লড়াইয়ের সূত্রে না গিয়ে সুদীপবাবু এদিন যে ইঙ্গিত ছুঁড়ে দিয়ে কর্মীদেরকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা চালিয়েছেন, এতে নিশ্চিতভাবেই রাজ্যে শাসক দলের হাড় কাঁপুনি জুর চলে আসা অতি

সাধারণ বিষয়। সুদীপ রায় বর্মণের মতো কটর বাম বিরোধী নেতাও এদিন বলেছেন, বর্তমান শাসক



বিজেপি জোট সরকারকে হঠাতে কেউই যে আর অস্বস্ত নন, সেই বার্তা দিয়েই সুদীপবাবু সমাবেশের উদ্দেশ্যে জানতও চেয়েছেন তার

ইঙ্গিত উপস্থিত জনতা বুঝতে পারছেন কিনা? সুদীপবাবুর বক্তব্যের রেশ কাটতে না কাটতেই মেলারমাঠের দিক থেকে সম্মেলন লক্ষণও পরিস্ফুট হয়েছে। মেলারমাঠে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন, গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে তারা যে দাবি করছেন, সুদীপবাবুও একই দাবি করছেন। সেদিক থেকে তাদের মধ্যে দলগত বিরোধ থাকলেও উদ্দেশ্যগত কোনও বিরোধ নেই। স্পষ্ট হয়ে যায়, সুদীপবাবু যখন বর্তমান সরকারকে হঠাতে মেলারমাঠের দিকে হাত বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন, মেলারমাঠ থেকে জীতেন চৌধুরীও পাল্টা হাত বাড়িয়েছেন। রাজনৈতিক অংক শুধু এখানেই থেমে থাকেনি। পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে সুদীপবাবু ● এরপর দুইয়ের পাতায়







# প্রয়াণের ২৬৫ দিন পর বৌদ্ধ ভিক্ষুর অন্ত্যেষ্টি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১২ ফেব্রুয়ারি ।। প্রয়াণের ঠিক ২৬৫ দিনের মাথায় আগামী রবিবাসরীয়তে অস্তোষ্টিক্রিয়ার মাধ্যমে চিরবিদায় জানানো হবে বৌদ্ধ ভিক্ষু গুনানিজ় মহাতাকে। আমবাসা মহকুমার ঘণ্টাঘড়ীস্থিত বুদ্ধমঠে সম্পূর্ণ বৌদ্ধিক ধর্মীয় রীতিতে বিশাল আয়োজনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে সেই অস্তোষ্টি যজ্ঞানুষ্ঠান। যার পোশাকি নাম রাখা হয়েছে “যবনিকা”। মূল অনুষ্ঠান রবিবার বিকাল আড়াইটার সময় হলেও মঠ প্রাঙ্গণে শনিবার থেকেই শুরু হয়ে

## নিয়োগ নিয়ে ফের অনিয়ম এজিএমসি’তে

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা ১২ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা সরকারি মেড মেডিক্যাল কলেজ ফের নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সম্ভ্রুতি ৩৪ জন বেসিক চিটার নিয়োগের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করছে কর্তৃপক্ষ। তার মধ্যে মাত্র একজন হলো এসসি কাটাগিরির। এই বিষয়কে নিয়ে আগরতলা মেড মেডিক্যাল কলেজ ও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক মহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তাদের অভিযোগ, সরক্ষণ নীতি অনুযায়ী ১০০ শতাংশ রোস্টার প্রথা কলেজ কর্তৃ পক্ষ অমান্য করছে। যা সংবিধান বিরোধী। এমনিতেই আগরতলা মেডিক্যাল কলেজে ফেকাল্টি নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ রয়েছে অনেক দিন ধরে। এই পরিস্থিতিতে ফের এ ধরনের উদ্যোগ কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন এসসি ভুজ্জ চিকিৎসকরা। এ বিষয়ে তারা আইনের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানান। উল্লেখ্য, দেশের কোথাও মেডিক্যাল কলেজের ফেকাল্টিরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন না। কিন্তু ত্রিপুরায় ভিন্ন চিত্র। এখানে মেডিক্যাল কলেজের ফেকাল্টির নিজেদের ইচ্ছেমতো প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন। ফলে হাসপাতাল ও কলেজের পরনেপাঠন নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। এমনই অভিযোগ পাওয়া গেছে আজ এজিএমসি থেকে।



রাজা রাজনীতির রাম-লক্ষ্মণ। সুদীপ রায় বর্মণ ও আশিস কুমার সাহাকে এভাবেই দেখতে শুরু করলো রাজাবাদী।

## মহিলা কমিশন নির্যাতিতাকেই দোষী বলল !

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। গাছে বেঁধে মারা এক মহিলাকে নির্যাতন চালিয়েছে মাতব্বরী সিপাহিজলা জেলায়। এক পুরুষকেও একই সাথে বেঁধে মারা হয়েছে। ‘পরকীয়ার জন্য’ মাতব্বরী এমন করেছেন। পুলিশ গিয়েও দেখেছে নির্যাতনের নমুনা। এখনও কেউ গ্রেফতার হননি। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর চেষ্টায়, মহিলা কমিশন’র চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী সেই মহিলাকেই দোষী সাব্যস্ত করে নির্যাতনকারীদের নির্দেষে সার্টিফিকেট দিয়ে এসেছেন। মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে বলেছেন যে, তার খুব খারাপ লেগেছে মহিলা, যার ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, দিনের পর দিন বিবাহিত পুরুষের সাথে ‘অবৈধ’ সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন। নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে তার বিবৃতি নিয়ে। যে কমিশন মহিলাদের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোর কথা, যে কমিশন মহিলাদের জন্য এসেছেন বসে দেখেছিলেন, সেই কমিশনই যদি মহিলা নির্যাতনকে সাফাই দিয়ে দেন, তাহলে মহিলাদের স্বার্থ কতটা সুস্বিক্ত সেই রাজ্যে তা বলায় অপেক্ষা করবেন না। ঘটনার বেশ কয়েকদিন পর চেয়ারপার্সন গিয়েছিলেন সেই এলাকায়, গিয়ে বলে দিয়ে এসেছেন যে এলাকাবাসী মহিলাকে হাতেনাতে ধরেছেন। পুলিশকে খবর দিয়েছেন, পুলিশ আসায় দেরি করায়, তাদের গাছে



গেছে আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান। আর এতেই লক্ষ্য করা গেছে বথ মানুষের ভীড়। উদ্দোক্তাদের দাবি, রবিবার দুপুরে কম করেও দশ হাজার বৌদ্ধ

## কোভিড ওয়েবে একদিনে পজিটিভ ১০০৭৭৫ !

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা সরকার’র কোভিড-নাইটিন নামে একটি ওয়েব সাইট আছে, তাতে কোভিড সম্পর্কিত তথ্য থাকার কথা। যেমন কোভিড হসপিটাল, সেন্টার ও কোভিড কেয়ার সেন্টার ইত্যাদিতে কত বেড খালি আছে, কত বেডে রোগী আছেন, সেসব তথ্য থাকার কথা, আছেও, সেখানে দেখা যাচ্ছে ৪৪ জন রোগী ভর্তি আছেন সারা রাজ্যে, আর ৩৪৮৫ বেড খালি আছে। আর স্বাস্থ্য দফতর সংবাদমাধ্যমকে যে তথ্য দেয় তাতে ২৫৬ জন সক্রিয় কিংবা চিকিৎসাধীন রোগী আছেন সারা রাজ্যে। ওয়েব সাইটের সেই তথ্য ছয় মাসের পুরানো, গত ২৩ সেপ্টেম্বরের পর আর আপডেট হয়নি তথ্য। ঠিক তেমনি প্রতিদিন স্বাস্থ্য দফতর যে বুটেলিন দেয়, তাও এক বছরে আপডেট হয়নি রাজ্যের স্টেট পোর্টালে, ২০২১ সালের ১৫ জানুয়ারি শেষবার দেওয়া হয়েছিল। পুরো সেকেন্ড ওয়েব চলে গেছে, খার্ড ওয়েবও শেষের মুখে, অথচ তথ্য দেওয়া বন্ধ। সংবাদমাধ্যম প্রতিদিন কত নতুন রোগী শনাক্ত হলেন, কত পজিটিভিটি রেট,মৃত্যু কত,এসব জানতে পারে, যদি পত্রিকা সেই তথ্য ছাপায় তবেই সাধারণ মানুষ পরদিন জানতে পারবেন। ওয়েবসাইট সকলেই দেখতে পারবেন, যেকোনও সময়, তাতে তথ্যের এই ছিঁরি। কোভিড ওয়েবসাইটে প্রতিদিন ভ্যাকসিনের কী তথ্য তা জানা যায়নি। যদিও সে সম্পর্কে আইনি নির্দেশ আছে। সেখানে রাজ্যে কোভিডের কী স্টেটাস, সেই তথ্য দেরিতে দেওয়া হয়। ১২ ফেব্রুয়ারিতে ১১ ফেব্রুয়ারির তথ্য। গত ১০ দিনের যে গ্রাফ, সেখানে ‘সার্ভিলেঙ্গ’-এ সব শূন্য বসানো। আভার সার্ভিলেঙ্গ, ফ্যাসিলিটি সার্ভিলেঙ্গ, হোম সার্ভিলেঙ্গ, সব শূন্য। গত ১০ দিনের মোট টেস্ট,টোটাল পজিটিভ বা টোটাল নেগেটিভ তথ্যে ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে দেখাচ্ছে, টোটাল টেস্ট ২৩৭৮২৬, টোটাল পজিটিভ ১০০৭৭৫, টোটাল নেগেটিভ ২২৭৭৮৫১। এই তথ্য দেওয়া হয়েছে ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে নয়টার একটু পরে। ত্রিপুরায় প্রথম থেকে যা টেস্ট হচ্ছে যা যত পজিটিভ, ইত্যাদি তখাই নির্দিষ্ট তারিখের হিসাব বলে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার জন্য গত ১০ দিনের স্টেটাস বলে আলাদা করে কিছু দেওয়ার নেই, সেই হিসাব বড় করে সেই পাতার প্রথমেই ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকার মানুষকে বোকা ঠাওরচ্ছে, নাকি এভাবেই চলে সরকারি দফতর, এটাই সরকারি নীতি। খার্ড কোভিড ওয়েব সারাদেশেই কমে আসছে, এখনও ত্রিপুরা সরকার জানায়নি করোনা ভাইরাস’র কোন ভ্যারিয়ান্টে গত মাসখানেক ভুগেছে রাজ্য। কোভিডের দুই বছর দুই মাস পেরিয়ে যাচ্ছে,অথচ রাজ্য এখনও কোন ভ্যারিয়ান্টে এখন ওয়েব চলছে, বা শেষ হয়ে আসছে, সেটা জনসাধারণকে জানাতে পারছে না। গত একমাসে কোভিড মৃত্যুও হয়েছে বেশ কিছু,সেই নিয়েও কোনও বিবৃতি নেই। সেকেন্ড ওয়েবে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর ভাইরাসের একধরনের ভ্যারিয়ান্টের নাম বলেছে, কেক্সীয় সরকার তা খারিজ করে দিয়েছে, বলেছে, ত্রিপুরায় সেই ভ্যারিয়ান্ট পাওয়া যায়নি। স্বাস্থ্য দফতরের সেই ভ্যারিয়ান্ট জানানো সাংবাদিক সন্মেলনেই এজিএমসি’র মাইফো বয়োগোবিন্দর প্রধান ডাঃ তপন মজুমদার সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে কী মান্ত পরতে হবে, তানিয়ে একই সাথে দুই-তিন রকমের আপাত বিরোধী বক্তব্য দিয়েছিলেন। অতুত !



বাঁধা হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, আইনত কোনও বিবাহিতা মহিলা, কোনও বিবাহিত পুরুষের সাথে “অবৈধ” সম্পর্ক রাখতে পারেন না।সামাজিকভাবে তা মেনে নেওয়া হবে না। তিনি আইনের কথা মিথ্যা বলেছেন। মনগড়া আইনের কথা বলেছেন। পরকীয়া কোনও অপরাধ নয় আইনত। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় পরকীয়ার ঘটনা সত্য, তাহলেও কাউকে গাছে বেঁধে নির্যাতন করা যায় না। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পছন্দ কেউ ঠিক করে দিতে পারেন না, সমাজও নয়। দাছড়া প্রাঙ্গণ থেকে, বর্ণালী গোস্বামী কী করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে ওই মহিলা এবং পুরুষ পরকীয়ার সম্পর্কে ছিলেন। কী প্রমাণ তিনি দেখাতে পারবেন, এই রায় তিনি কী করে দেন। তিনি আদালত নন।সাক্ষাবাকা কোথায়,সাক্ষীদের জেরা কোথায়। এক্সট্রা জুডিশিয়াল পাওয়ার দেখিয়ে তিনি রায় দিয়ে নির্যাতনে অভিব্যক্তদের পক্ষে সাফাই দিয়ে এসেছেন। খোয়াইয়েও গত বছর এমন এক ঘটনা হয়েছিল, ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে চুল কেটে দেওয়া, মারধর হয়েছিল, দিন সাতেক পর তিনি গিয়েছিলেন, তখনও কেউ গ্রেফতার হননি।বাম আমলে টাটা কালীবাড়ি ঘটনা হয়েছিল, একজন মহিলাকে দুর্গা পূজা মন্ডপে বেঁধে মারা হয়েছিল, চেয়ারের বসে দেখেছিলেন ছেলে-বুড়োরা। তখন কেউ নির্যাতনকারীদের পক্ষে সাফাই দেননি, মহিলা কমিশন নির্যাতিতার

সালের ২৪ মে পার্থিব শরীর ত্যাগ করেন গুনানজী মহাত। এরপর দীর্ঘ ২৬৫ দিন যাবৎ একটি বাজ্রে সংরক্ষিত করে রাখা আছে এই ধর্মগুরু’র নশ্বর দেহ। রবিবার উনাকে সুদৃশ্য রথে চড়িয়ে দেওয়া হবে বিদায়। এরজন্য বিশাল রথ প্রস্তুত। রবিবার রক্টে বাজি দ্বারা রথে অগ্নিসংযোগ করা হবে। এরপর রথ প্রস্থলিত হবে , যার সাথে সাথেই বিলীন হবে রথে রাখা নশ্বর দেহ। শনি ও রবি দুইদিনের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বহু দোকানি তাদের পসার সাজিয়েছে মঠ প্রাঙ্গণে।

## গুরুতরভাবে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আহত

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া ১২ ফেব্রুয়ারি।। বাইকের ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ৮৪ বছরের শৈলেন্দ্র ঘোষ স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সোনামুড়া-বিলেনিয়া বাই পাস সড়ককে পূর্বাংশে এই দুর্ঘটনা। আহত শৈলেন্দ্র ঘোষের বাড়ি দক্ষিণ মহেশপুর ২ নম্বর ওয়ার্ডে। অন্যান্য দিনের মতো শৈলেন্দ্র ঘোষ কাঁঠালিয়া বাজার থেকে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। তখনই একটি বাইকে এসে তার পেছনে ধাক্কা দিয়ে থাকিয়ে যায়। বাইকের ধাক্কায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। যদিও পথচারী লোকজন তড়িঘড়ি আহত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে কাঁঠালিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসেন। চিকিৎসক জানিয়েছেন শনিবার স্থানীয় হাসপাতালে রাখার জন্য। তবে রবিবার উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে আগরতলায় রেফার করা হবে।

## তিন মাসে তিন মৃত্যু, পঞ্চশ্রী পরিবারে শোক

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। চলে গেলেন আমবাসা সদরের বিধান সরণি এলাকার প্রবীণতম নাগরিক বৃন্দা প্রভা সাহা। আমবাসা মহকুমার সর্বজনপরিচিত পঞ্চশ্রী প্রতিষ্ঠানের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যা তথা সাংবাদিক দিবেন্দু সাহা (বোপ্পার)র ঠাকুমা ছিলেন তিনি। বার্ষকাজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ধলাই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। উনার মৃত্যুর খবর পেয়ে পঞ্চশ্রী পরিবারের সাথে বিভিন্ন ভাবে বহু মানুষ তাদের বাড়িতে জড়ো হয়ে প্রয়াতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান। এদিন অপরাহ্নে ডলুবাড়ি মহাশ্মশানে উনার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।এখানে উল্লেখ করা যায়, গত তিন মাসের মধ্যে পঞ্চশ্রী পরিবারে এটি তৃতীয় মৃত্যুর ঘটনা। বকুল প্রভা দেবীর মৃত্যু বার্ষকাজনিত কারণে হলেও বাকি দু’জনের ছিল অকাল মৃত্যু। ফলে এদের পর এক মৃত্যুর ধাক্কায় এই বনেন্দী পরিবারটি এখন যেন ভাঙ্গা হাট। আর এতে প্রবল শোকাহত বিধান সরণির মানুষ।

### দেখলেন জওহর

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, ধর্মনিগূর ১২ ফেব্রুয়ারি।। বিজেপি’র কিম্বা মোর্চার ত্রিপুরা প্রশ্নে সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী জওহর সাহা দেবীপুর গোশালা পরিদর্শনে কয়েন। তার সাথে ছিলেন বিজেপি কিম্বা মোর্চার প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ বরণ বড়া, সিপাহিজলা জেলা (উত্তর) বিজেপি সহ-সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা এবং বিজেপি কিম্বা মোর্চার কামাঙ্গাগর মন্ডল সভাপতি অনিমেষ সরকার। ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচারের সময় বিএসএফ যোবন গবাদি পশুকে আটক করে দিল্লির এক সংস্থা সেইসব গবাদি পশুকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে এই গোশালা পরিচালনা করছে। দুরারের অভাবে গবাদি পশুর ধরাবস্থা দেখে সবাই বাকফল্য হয়ে যান। জওহর সাহা অত্যন্ত দুঃখ এবং ক্ষোভ ব্যক্ত করেন গোশালার ব্যবস্থাপনা নিয়ে।

# গাঁজা পাচারের নয়! করিডোর

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। মোহনপুর মহকুমার সীমান্ত দিয়ে শুরু হয়েছে গাঁজা পাচার। গত কিছুদিন ধরে এই পাচার ব্যাপকহারেই বেড়েছে। বিশেষ করে বামুটিয়া থেকে মোহনপুর বাজার পর্যন্ত সীমান্ত এলাকা দিয়ে এই পাচার বেশি। বামুটিয়ার জলিলপুর এবং সোনাই নদীর উপর দিয়ে প্রত্যেক দিনই সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয়ে যায় পাচার। জানা গেছে, এই বছর মোহনপুরে গাঁজার চাষ ভালো হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা এসে প্রভাবশালী নেতা এবং পুলিশকে টাকা দিয়ে এই গাঁজা চাষ করেছে। ফলন ভালো হওয়ার পরই শুরু হয়ে গেছে পাচার। জাতীয় সড়ক দিয়ে পাচার করতে গিয়ে বেশিরভাগ থানা ম্যানেজ করতে গিয়ে প্রত্যেক মাসে কোটি টাকার উপর খরচ হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেই বেশির ভাগ ধনার ওসি বদল হয়েছে। নতুন করে রেট চার্জ তৈরি হচ্ছে। দাম বাড়াতে গিয়ে খরচও বেড়েছে পাচারকারীদের। এই কারণে

নিরাপদ রাস্তা হিসাবে বাংলাদেশকে বেছে নিচ্ছে পাচারকারীরা। বাংলাদেশ দিয়ে কম খরচে নেশা দ্রব্য মেঘালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌছানো যাচ্ছে। এছাড়া ত্রিপুরার গাঁজা চলে যাচ্ছে বাংলাদেশ ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতেও। বহু কোটি টাকার ব্যবসা এই গাঁজায়। গাঁজা গাছ ইতিমধ্যেই কাটা শুরু হয়ে গেছে। প্রত্যেকদিন প্যাকেটের পর প্যাকেট সীমান্তের ওপারে পাঁছে দেওয়া হচ্ছে। বিএসএফ’র সঙ্গে রীতিমতো চুক্তি করেই গাঁজা ওপারে পাঠানো হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ অবশ্য আগে থেকেই ম্যানেজ হয়ে আছে। বদলির বড় তালিকার মধ্যেও বামুটিয়া ফাঁড়ির ওসির নাম নেই। আগে থেকেই গাঁজা পাচারকারীদের সম্পর্ক রয়েছে বামুটিয়া ফাঁড়ির ওসির সঙ্গে। এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েই নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে জলিলপুর এবং সোনাই নদীর তীর পেছ নিয়েছে পাচারকারীরা। প্রায় প্রত্যেকদিনই রাতে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে এই

এলাকাগুলি।সীমান্তের লাইটও এই সময়ে বন্ধ হয়ে যায় বিদ্যুৎ না থাকায়। অন্ধকারের সুযোগে দামি দামি গাড়ি সীমান্তের কাছে চলে যায়। কাঁটাতারের উপর দিয়ে রীতিমতো ভলিবল খেলা চলতে থাকে। এপার থেকে ওপার ছোড়া হয় গাঁজার প্যাকেট। ওপার থেকে এপারে আসে টাকার ব্যাগ এবং অন্যান্য নেশা দ্রব্য। এই খেলার সময় বিএসএফ কখনোই সামনে যায় না বলে অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে বামুটিয়া ফাঁড়ি সীমান্ত এলাকায় পাচারকারীদের সঙ্গে ভালো সেটিং মিলে গেছে পুলিশ এবং বিএসএফ’র।এলাকাবাসীদের দাবি দ্রুত পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ান যারা এই এলাকায় দায়িত্ব আছেন তাদের বদলি করতে হবে। এরা থাকলে কখনোই গাঁজা পাচার এই সীমান্ত দিয়ে বন্ধ হবে না। পাচার বন্ধ করতে চায় না অবশ্য প্রভাবশালী নেতারাও। সবটাই হচ্ছে নেতার ইচ্ছাতেই। সব জেনেও পাচারকারীদের সহযোগিতার জন্য দুর্নীতিপরায়ন পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানদের

রেখে দেওয়া হয়েছে। এসব কারণেই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি গাঁজা পাচার হচ্ছে বামুটিয়া এবং মোহনপুর সীমান্ত এলাকা দিয়ে। একদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরাকে নেশা মুক্ত হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে স্লোগান দেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিজেপির কয়েকজন নেতা এবং পুলিশের ডিজিপিও নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করতে উদ্যোগের কথা জানান। কিন্তু সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রীর মহকুমা এলাকা দিয়েই রাজ্যের সবচেয়ে বেশি গাঁজা চাষ এবং পাচার হচ্ছে। এই ধরনের অভিযোগ উঠলেও পুলিশ অথবা বিএসএফ কারোর পক্ষ থেকেই মোহনপুর বাজারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে না। শুধুমাত্র কয়েক দফায় এসডিপিও-কে দিয়ে ছোটখাটো গাঁজা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান করানো হয়েছে। সবটাই নাকি লোক দেখানো। কারণ নেতার অনুমতি ছাড়া। পাচার পাচারকারীদের আসরে ঢিল ছুঁড়তে নারাজ পুলিশ।

## পুলিশের বিশেষ তল্লাশি অভিযান

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি,১২ ফেব্রুয়ারি।। স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশে দু’দিনব্যাপী পেশপাল তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে চুরাইবাড়ি থানায়। নাকা পয়েন্টগুলিতে পুলিশের তরফে এমনিতে পুলিশের নেশা বিরোধী তল্লাশি অভিযান জার রয়েছে। এছাড়াও ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের পুলিশ সদর দফতর থেকে স্পেশাল চেকিং-এর নির্দেশ জার করা হয়েছে। সেই নির্দেশ অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বেরিয়ে যেতে প্রতিটি গাড়িতেই চিরকনি তল্লাশি করা হচ্ছে। তাছাড়া অসম সহ অন্যান্য যেকোনও রাজ্য থেকে ছোট-বড় যে কোনও গাড়ি রাজ্যে প্রবেশ করতেই গাড়ি গুলোকে আটক করা হচ্ছে।চলছে জোরদার তল্লাশি ব্যবস্থা।বিশেষ করে নেশার বিরুদ্ধে এই অভিযান বলে জানান চুরাইবাড়ি থানার সেকেন্ড ওসি হারাদন বোস। পাশাপাশি আরও জানান, এই দু’দিনের স্পেশাল তল্লাশি ছাড়াও প্রতিদিনই তাদের তল্লাশি অভিযান অব্যাহত থাকবে। ইদানীং ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বহু কোটি টাকার গাঁজা বহিরাগো পাচারের সময় অসম চুরাইবাড়ি পুলিশের হাতে আটক হয়েছে। তাছাড়া চুরাইবাড়ি থানা ফক্ষেত্র ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে। তাই নেশা কারবারিদের দৌরাছুে লাগাম টানতে পুলিশের এই স্পেশাল অভিযান বলে জানা গেছে।

## ট্রেনে কাটা পড়লো যুবক

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। ট্রেনের চাকায় কাটা পড়লো এক যুবক। ঘটনা শনিবার সন্ধ্যায় জিন্নানিয়া রেলস্টেশনের কাছে। ট্রেনের চাকায় মাথা থেকে শরীর আলাদা হয়ে গেছে ওই যুবকের। পুলিশ সদর দফতর জানিয়েছে, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ এই ঘটনাটি হয়েছে। একটি ট্রেন নজরদেহি টেলার কর্তৃক রেল লাইনে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তারা খবর দেন রেল পুলিশে। রেল পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে জরিপে হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। তবে মৃতদেহের পরিচয় জানা যায়নি। কি কারণে এই মৃত্যু পুলিশ তা নিয়ে কিছু বলতে পারছে না।

# লতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কৈলাসহর/ কল্যাণপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি।। কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে গোটা বিশ্ব অনুশ্রিত হয় পদযাত্রা। এই পদযাত্রা পূর পরিষদের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করার পর পূরপরিষদ প্রাঙ্গণে এসে



করা হচ্ছে।শিল্পীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সংস্কার ভারতী কৈলাসহর শাখার উদ্যোগে শনিবার বিকেলে শোকাহত পূর পরিষদ প্রাঙ্গণে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।কিংবদন্তিমৃত্যুতে সমগ্র বিশ্বের পাশাপাশি গভীর শোকস্তব্ধ সংস্কার

ভারতী পরিবার। এদিন কৈলাসহর পূরপরিষদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এক শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচিও একই সাথে অনুষ্ঠিত হয় পদযাত্রা। এই পদযাত্রা পূর পরিষদের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করার পর পূরপরিষদ প্রাঙ্গণে এসে

পরিষদের সহ সভাপিতি শ্যামল দাস, কৈলাসহর পূর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ভাইস চেয়ারপার্সন নীতীশ দে এবং সংস্কার ভারতীর সকল সদস্য ও সদস্যা সহ শহরের বিভিন্ন অংশের নাগরিকরা।



অন্যদিকে সদ্য প্রয়াতা সংগীত শিল্পী লতা মঙ্গেশকরকে শ্রদ্ধা জানাল কল্যাণপুরের শিল্পীবৃন্দ। শনিবার কল্যাণপুর লোটার কমিউনিটি হলে কল্যাণ পুরের শিল্পীবৃন্দ প্রয়াত সংগীত শিল্পী লতা মঙ্গেশকরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

# জওয়ানদের নাম ব্যবহার করে প্রতারণা, গুঞ্জন

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। সিআইএসএফ অফিসারের নাম দিয়ে প্রতারণার ঢং তৈরি হয়েছে রাজ্যেও। দামি টিভি-সহ নানা আসবাবপত্র কম মূল্যে বিক্রি করার অজুহাত দেখিয়ে এই প্রতারকরা জাল ফেলছে। কিন্তু কম মূল্যে দামি সামগ্রী কিনলেও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সিআইএসএফ নামধারী জালি অফিসার-সহ তাদের দেওয়া ঠিকানাও। একের পর এক এই ধরনের প্রতারণা করা হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফেসবুক ব্যবহার করেই এই প্রতারকরা সক্রিয় হয়েছে। শনিবারও বাবলু কুমার নাম দিয়ে এক ব্যক্তি ফেসবুক ব্যবহার করে বেশ কিছু দামি সামগ্রী বিক্রি করার কথা বলে প্রতারণার জাল ফেলেছে বলে অভিযোগ। এই ধরনের প্রতারণা গত এক বছর ধরে একের পর এক হচ্ছে। জানা গেছে, বাবলু নিজেকে এয়ারপোর্টের সিআইএসএফ অফিসার বলে পরিচয় দিয়ে বলেছেন তিনি অন্য রাজ্যে বদলি

হয়েছেন। রাজ্যে থাকার সময় তার ব্যবহার করা দামি টিভি, সোফা, খাট-সহ নানা আসবাবপত্র বিক্রি করেছেন। সব মিলিয়ে ৫৫ হাজার টাকার জিনিস। মূলতঃ ওগুলির দাম সব মিলিয়ে অন্ততপক্ষে ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকা হবে। কিন্তু লোভ দেখানো হচ্ছে ৫৫ হাজার টাকার। বড় টিভি দেখায় হচ্ছে ৭ হাজার টাকায়। দামি খাট ৮ হাজার টাকায়। সোফা সেট ৭ হাজার টাকায়, এসি ১০ হাজার টাকায়, ওয়াশিং মেশিন ৫ হাজার টাকা। এই ধরনের প্রতারণার জাল ফেলা হয়েছে। পরিক্ষারভাবেই বলা হচ্ছে জিনিসপত্র পাঠানোর আগে ১০ শতাংশ টাকা দিতে হবে। এই জন্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরও দেওয়া হচ্ছে। এক দফায় টাকা দিলে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রসঙ্গত, আগরতলা বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্ব রয়ছে সিআইএসএফ। কয়েক বছর পর পরই সিআইএসএফ জওয়ানরা অন্য রাজ্যে বদলি হন। এছাড়া বিএসএফ, আর্মিতেও রাজ্যে বহু

জওয়ান রয়েছেন। তারা কয়েক বছর পর পর ত্রিপুরায়ও আসেন। এখানে বছর খানেক থাকলে নানা ধরনের আসবাবপত্র কিনেন তারা। এই জওয়ানরাই বদলি হয়ে গেলে বহু সামগ্রী কম মূল্যে বিক্রি করে দিয়ে যান। রাজ্যের অনেকেই কম দামে এসব আসবাবপত্র কিনে থাকেন। এই সুযোগকেই এখন কাজে লাগাচ্ছে প্রতারকরা। তারা সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে আগাম টাকা নেওয়ার নামে প্রতারণার জাল ফেলতে। এই প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে অনেকের নিজেরদের টাকা হারিয়েছেন। বাস্তবে লোভ দেখিয়ে জওয়ানদের নাম ব্যবহার করে প্রতারণা করা হচ্ছে। অনেকেই প্রতারকদের খপ্পরে পড় ছেন। এনিয়ে ক যেকোটি মামলাও হয়েছে থানাগুলিতে। এসব ঘটনায় সাইবার ক্রাইম বিভাগকে সঠিকভাবে তদন্ত করার দাবি উঠেছে। সাইবার ক্রাইমের ব্যর্থতার কারণেই এসব প্রতারকরা সক্রিয় হয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ।

# রানিরপুকুর পার্ক ঘিরে নেশার রমরমা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। নিউ কপিটাল কমপ্লেক্স থানার ক্লিপছোড়া ঘুরছে রানিরপুকুর পার্ক ঘিরে শুরু হয়েছে রমরমা নেশা বাণিজ্য। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই পার্কের দায়িত্বে থাকা এক নেশপ্রহরী এই পার্কে কেন্দ্র করে শুরু করেছে দেশি মদের ব্যবসা। সন্ধ্যার পর হতেই দেশি মদের ঝড় নিতে এই পার্কের আশেপাশে বিদ্রূপাক্ত দেখে সবাই বাকফল্য হয়ে যান। জওহর সাহা অত্যন্ত দুঃখ এবং ক্ষোভ ব্যক্ত করেন গোশালার ব্যবস্থাপনা নিয়ে।

সীমানা ঘেঁষে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল। আর ঢিলাছোড়া দূরদেহের রয়েছে নিউ কপিটাল কমপ্লেক্স থানা-সহ প্রাধানি বিচার পতির বাসভবন, রাজ্য অতিথিশালার মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি। এরই মধ্যে এই পার্কের ঠিকদার নিয়োজিত নেশপ্রহরীর হাত ধরে পার্কে জাঁকিয়ে বসেছে দেশি মদের ব্যবসা। স্থানীয় সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই পুকুরটিকে কেন্দ্র করে এই পার্কের ঠিকদারের পক্ষে এখনও পার্কটি সরকারের হাতে তুলে

দেওয়া হয়নি। পুকুরের পাশেই একটি লেবার শেডে ঠিকদার নিয়োজিত এক নেশপ্রহরী থাকেন। আপাতত এই পার্কের দায়-দায়িত্ব তার কাঁধে। গত ২১ নভেম্বর ছুট পূজা উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের পর থেকে এই পার্কটি শহরের নাগরিকদের আকৃষ্ট করতে শুরু করে। প্রথম কিছুদিন সন্ধ্যার পর থেকেই আলো বলমল বেশ জাঁকজমক থাকতো। কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে সন্ধ্যার পর আর পার্কের কোনও আলো জ্বলে না। তেততের নাগরিকদের চুকেতে দেওয়া হলেও অন্ধকারেই তাদের

সময় কাটিতে হয়। আর এই আলো আঁধারকে পুঁজি করেই দেশি মদের রমরমা ব্যবসা শুরু করেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত নেশ প্রহরী।ইতিমধ্যে মদাপদের আচার-আচরণে বাইরে থেকে আসা নাগরিকদের সমস্যার কারণ হয়ে উঠেছে। ফলে এই রানিরপুকুরকে কেন্দ্র করে পার্কটি গুরুত্বই আর্কষণ হারাতে বসেছে। এলাকার বিধায়ক দিলীপ দাসের অবশ্য এসব দিকে বিশেষ কোনও নজর নেই।গোটা এলাকাবাসীর মধ্যে এনিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠলেও বিধায়কের পক্ষে এখনও কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি।







# অগ্নিকাণ্ডে ইস্যু বেণু খুন ঃ ৪ বছর পর রাজনগরে সুধন’র মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১২ ফেব্রুয়ারি।। বিধবংসী অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল আরও এক পরিবার। শনিবার দুপুর আনুমানিক সাড়ে তিনটা নাগাদ উদয়পুর মুড়াপাড়া শাস্ত্রী কলোনী এলাকার রাজু সুব্রধরের বাড়িতে এই ঘটনা। যদিও ঘটনার সময় বাড়ি তে কেউই ছিলেন না। এলাকাবাসী তাদের বাড়িতে আঙুন দেখতে পেয়ে রাজু সুব্রধরকে খবর পাঠান। তারা বাড়িতে এসে দেখেন সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। উদয়পুর এবং কাঁকড়াবন থেকে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর কর্মীরা ছুটে এলোও কিছুই রক্ষা করতে পারেনি। রাজু সুব্রধরের বড় ছেলে জানান, এই ঘটনায় তাদের কমপক্ষে দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে কিভাবে ঘরে আঙুন লাগলো? যেহেতু, বাড়ির লোকজন কেউই ছিলেন না, তাই সঠিক কারণ বোঝা যাচ্ছে না। তবে ধারণা করা হচ্ছে, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আঙুনের সূত্রপাত হতে পারে। কারণ যাই হোক, গরির পরিবারটি অগ্নিকাণ্ডের জ্বরে একেবারে খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা এখন সরকারি সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন। কারণ সাহায্য ছাড়া তাদের পক্ষে পুনরায় ঘর নির্মাণ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। এলাকাবাসীও এই ঘটনায় হতবাক।

## সমস্যায় জর্জরিত বিদ্যালয়, নেই পানীয় জল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের স্কুলগুলি একধিক সমস্যায় জর্জরিত রয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতা যেমন রয়েছে, সেইসঙ্গে স্কুলের পরিকাঠামোগত ক্রটিও বারবার উঠে আসছে। পানীয় জলের সংকটের সমস্যাও স্কুলগুলিতে রয়েছে। চড়িলাম বিদ্যালয় পরিদর্শক’র অন্তর্গত বিশ্রামগঞ্জ নাজলা উচ্চ বুনিয়াড়ি বিদ্যালয়টি পানীয় জলের সংকট সহ একধিক সমস্যায় ঝুঁকছে। অনেক উঁচু টিলা ভূমিতে অবস্থিত স্কুলটি। স্কুলটিতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। স্কুলটি টিলা ভূমিতে হওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। স্কুলটিতে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে।১১৯ জন। শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে ৮ জন। প্রাথমিক বিভাগে রয়েছে শুধুমাত্র দুই জন শিক্ষক। যার ফলে প্রাথমিক বিভাগের দুটি শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের একটি শ্রেণিকক্ষের মধ্যে রেখে ক্লাস করতে হয়। স্কুলটিতে বাউন্ডারি ওয়াল নেই। মিড-ডে-মিল খাবারের জন্য আলাদা ডাইনিং হল না থাকায় বারান্দায় বসে অথবা স্কুলের মাঠে খাবার খেতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের। স্কুলের পানীয় জলের সমস্যার বিষয়টি স্কুল পরিচালন কমিটি থেকে শুরু করে চড়িলাম বিদ্যালয় পরিদর্শককেও জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্কুলের শিক্ষক বরাবরা গ্রহণ করে সে আর্জি জানিয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এছাড়াও স্কুলটির পরিকাঠামোগত যে সকল ক্রটিগুলি রয়েছে সেগুলো নিরসনের জন্য দফতরকে ভূমিকা গ্রহণ করার আবেদন জানিয়েছে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

# ইস্যু বেণু খুন ঃ ৪ বছর পর রাজনগরে সুধন’র মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১২ ফেব্রুয়ারি।। দলীয় কর্মী খুনের ইস্যুকে সামনে রেখে গত প্রায় ৪ বছর পর বিলোনিয়ার রাজনগরে মিছিল করলো সিপিআইএম নেতা-কর্মীরা। বিধায়ক সুধন দাসের নেতৃত্বে মিছিলটি এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলের পর



সভাও হয়। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর বিলোনিয়ার রাজনগরে প্রকাশ্যে কোন কর্মসূচি সংগঠিত করতে পারেনি বামেরা। এলাকার বিধায়ক প্রকাশ্যে দিবালোকে দুকুতিদের হাতে রক্তাক্ত হয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে দল ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা চালিয়ে যায়। এরই মধ্যে তাদের দলের সক্রিয় কর্মী বেণু বিশ্বাসকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই ঘটনার

প্রস্তুত। ভাষণ রাখতে গিয়ে সুধন দাস বেণু বিশ্বাসের হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্তদের আড়াাল করার অভিযোগে পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ জানান। ঘটনার দুদিন পরও একজন অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়নি। এ নিয়েও ক্ষোভ জানিয়েছেন বিধায়ক। রাজ্যে বিজেপি এবং অডিপিএফটির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে কিভাবে গোটা রাজনগর এলাকায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করা হয়েছে তারও

উদাহরণ তুলে ধরেন সুধন দাস। তবে মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ আন্দোলনে शामिल হওয়ার আহ্বান রেখেছেন তিনি। সুধন দাস বলেন, এখনও পর্যন্ত বিজেপি থেকে তিনজন বিধায়ক বেরিয়ে গেছেন। শাসক দলের নেতরাই বলতে পারছেন না তাদের সাথে এখন কতজন বিধায়ক আছেন। দিল্লিতে সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহাধের সাথে আরও কয়েকজন বিধায়ককে দেখা গেছে। কতজন দলে থাকবেন সেই প্রশ্ন তুলে ধরেছেন বাম বিধায়ক। ওই এলাকার বিজেপি নেতাদের উদ্দেশ্যে সুধন দাসের বক্তব্য, চার বছর অনেক সূখ করা হয়েছে। মানুষ কিন্তু আর সহ্য করবেন। এবার রুখে দাঁড়াবো। কোন ধরনের অশান্তি হোক তা সিপিআইএম চায় না। তাই প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে বিধায়কের বক্তব্য শান্তিপূর্ণভাবে সবাই যেন গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করতে পারেন। যেকোন রাজনৈতিক দল কর্মসূচি করতে পারে। বিজেপি নেতাদের উদ্দেশ্যে তার আহ্বান অন্য কোন দলের নেতা-কর্মী কিংবা দলীয় অফিসারেরাও করতে পারেন। যা শুরু করেছেন তা শেষ করুন। আর একটা ঘটনাও যাতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন।

## আক্রান্ত ১৭

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। করোনা সংক্রমিত শনাক্ত হলেন আরও ১৭জন। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু না থাকলেও দেশের মৃত্যু থেমে নেই। সংক্রমিত শনাক্ত হওয়ার সংখ্যা নামলেও শনিবারও দেশে ৮০৪ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। তবে রাজ্যে লাগাতার চারদিন মৃত্যু শূন্য। স্বাস্থ্য দফতর এদিন মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৩৯৯ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৪৯ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। বাকিদের অ্যান্টিজেন টেস্টে। আরটিপিসিআর-এ ৮ জন এবং অ্যান্টিজেনে ৯জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত এদিন শনাক্ত হয়েছেন উত্তর জেলায় ৭জন। রাজ্যের চিকিৎসায়ীন অবস্থায় থাকা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ২৫৬জনে। একই সঙ্গে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়ালো ৯৮.৮৩ শতাংশে। রাজ্যে এখন পর্যন্ত করোনা সংক্রমিত ৯১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫০ হাজার ৪০৭জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে মারা গেছেন ৮০৪জন সংক্রমিত রোগী।

## পুলিশে তিন বদলি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। খোয়াই জেলায় থানান্তরে বদলি হলেন তিন সাব ইনসপেকটর। খোয়াই জেলার দায়িত্ব নেওয়ার পর এসপি ভানুপদ চক্রবর্তী এই বদলির নির্দেশিকায় স্বাক্ষর করেছেন। বদলির তালিকায় রয়েছেন কল্যাণপুর থানার সাব ইনসপেক্টর বিশজিৎ দাস। তাকে খোয়াই থানায় বদলি করা হয়েছে। মুন্সিয়াকামী থানা থেকে এসআই রঞ্জন বিশ্বাসকে তেলিামুড়ায় বদলি করা হয়েছে। অন্যদিকে মুন্সিয়াকামী থানায় আনা হয়েছে এসআই রথীন্দ্র দেববর্মাকে।

## কৃষক নেতার উপর আক্রমণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১২ ফেব্রুয়ারি।। বেণু বিশ্বাস হত্যা মামলা নিয়ে দক্ষিণ জেলার রাজনৈতিক পরিবেশ এখনও সরগরম। কারণ, পুলিশ এখনও একজন অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করেনি। এরই মধ্যে দক্ষিণ জেলায় আরও এক বাম নেতা দুকুতিদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি কৃষক সভার পিলাক অঞ্চল কমিটির সম্পাদক এবং জেলা কমিটির সদস্য অসিত বৈদ্য। অভিযোগ, এদিন রাতে পিলাক বাজারে তাকে একা পেয়ে দুকুতিরা প্রচণ্ড মারধর করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এই ঘটনা নিয়ে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন সারা ভারত কৃষক সভার সম্পাদক পবিত্র কর। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, রাজ্য প্রশাসন দুকুতিদের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। তাই দীর্ঘদিন ধরে কৃষক সভা যে কথা বলে আসছে তা আবারও প্রমাণিত হয়। অসিত বৈদ্যের উপর হানাদকারীদের অবিলম্বে ফ্রেফতারের দাবি জানান তিনি। তা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার ঝঁষিয়ার দিয়েছেন তিনি।

## জনতার হাতে আটক দুই নেশা কারবারি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি।। রাতের আঁধারে জনতার হাতে ধরা পড়ল দুই নেশা কারবারি। উত্তম-মধ্যম দিয়ে তুলে দেয়া হয় পুলিশের হাতে। দীর্ঘদিন ধরেই এই দুই নেশা কারবারি নেশার রমরমা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল বলে অভিযোগ। অবশেষে শুক্রবার রাতে দুই জনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল এলাকাবাসীরা। ঘটনা কল্যাণপুর থানা এলাকার কমলনগর মর্গনিপাড়া এলাকায়। ধৃতরা হলো প্রসেনজিৎ দেববর্মী (৩২) ও রজত বিশ্বাস (২৫)। উভয়ের বাড়ি তেলিয়ারিড়া থানায়ীনা মোহরছড়া দেবেন্দ্র সর্দারপাড়ায়। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে শনিবার সকালে মর্গনিপাড়া স্কুলের পাশে খশানঘাট সংলগ্ন জঙ্গল থেকে প্রচুর পরিমাণে ড্রাগস ভর্তি কোঁটা উদ্ধার করে। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে। এদিন তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়।

# উচ্চ আদালতে ফের ধাক্কা খেলো সরকার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। গ্রুপ ডি থেকে গ্রুপ সি ড্রাইভার পদে বন দফতরের কিছু কর্মীকে উন্নীত করতে নির্দেশ দিয়েছে ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। সমকাজে সমবেতনের যুক্তি দেখিয়েই তাদের গ্রুপ সি ড্রাইভার হিসেবে উন্নীত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, আবেদনকারীদের সবার বাড়ি উদয়পুরে। তারা প্রায় ৩০ বছর ধরে বন দফতরে কাজ করছিলেন। সবাই চুক্তিবদ্ধ হিসেবেই এতদিন কাজ করেছেন। কাগজে কলমে তাদের গ্রুপ হিসেবেই দেখানো হয়েছে। অথচ তারা সবাই দফতরের গাড়ি চালান। সুপ্রিম কোর্ট সমকাজে সমবেতনের কথা বলেছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে গাড়ি চালকের কাজ করলেও বেতন মিলছিল গ্রুপ ডি’র। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধেই উদয়পুরের

সমীর দে, দিলীপ দে এবং সদর এলাকার প্রদীপ সরকার, বিশজিৎ দেববর্মী এবং মরণ চন্দ্র সাহা উচ্চ আদালতে আবেদন করেন। তারা গত প্রায় ৩০ বছর ধরে বন দফতরে কাজ করছেন। প্রথমে তারা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবেই কাজ করতেন। ২০১৪ সালে বাম আমলে তাদের গ্রুপ ডি হিসেবে চাকরিতে নিয়মিত করা হয়। কিন্তু বহু বছর ধরেই তারা বন দফতরে গাড়ি চালক হিসেবে কর্মরত আছেন। গাড়ি চালকদের গ্রুপ সি স্কেল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বন দফতরে বঞ্চনার শিকার হন বেশ কয়েকজন। তারাই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে মামলা করলে এটি শুনারি জন্য গৃহিত হয়ে।বিপরপতি শুভাশিস তলাপাত্রের বেসে এই মামলাটির শুনানি হয়। যথারীতি শুনানির পর বিচার পতি

আবেদনকারীদের গ্রুপ সি পদে উন্নীত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিচারপতি তলাপাত্রের নির্দেশ এই বছরের ১৫ এপ্রিল থেকেই গ্রুপ সি হিসেবে পদোন্নতি দিতে হবে আবেদনকারীদের। সরকার পক্ষকে এজন্য যা যা দরকার করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়। একইভাবে উদয়পুরের বিধান দাস, মানিক দাস, সুবল দাস এবং প্রিয়তোষ দাস চৌধুরীকেও পদোন্নতির নির্দেশ দিয়েছিল উচ্চ আদালত। একইভাবে নতুন করে আবেদনকারীদেরও গ্রুপ সি হিসেবে উন্নীত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবেদনকারীদের পক্ষে মামলায় লড়াই করেন তরুণ আইনজীবী কৌশিক রায় এবং সরকার পক্ষে মামলায় শুনানি করেন আইনজীবী সুভাষ ভট্টাচার্য।

# পুলিশে আস্থা হারিয়ে নেশা বিরোধী অভিযানে আমজনতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ ফেব্রুয়ারি।। পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়ে নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে সাধারণ নাগরিকরা। ফের একবার নেশা সামগ্রী বিক্রি করতে আসা এক যুবককে আটক করল এলাকাবাসী। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ বাজারের সোনামুড়া চৌমুহনিস্থিত তকসাপাড়া রোড এলাকায়। আটককৃত যুবকের নাম জিতেন দেববর্মী (২১)। বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ করইমুড়া এলাকায়। যুবকটি বিশ্রামগঞ্জ আইটিআই-এ প্রথম সেমিস্টারের ছাত্র। নেশায় আসক্ত হয়ে ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে একাংশ যুবকের। উঠতি বয়সের যুবকরা এ ধরনের ফাঁদে পড়ে জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আটককৃত যুবকটি প্রতাহ নেশার ট্যাবলেট ও ড্রাগস গ্রহণ করে বলে জানায। তৎসঙ্গে এ ধরনের নেশা সামগ্রী বিক্রির সঙ্গে সে জড়িত। এদিন নেশা সামগ্রী বিক্রি করতে গেলে এলাকার

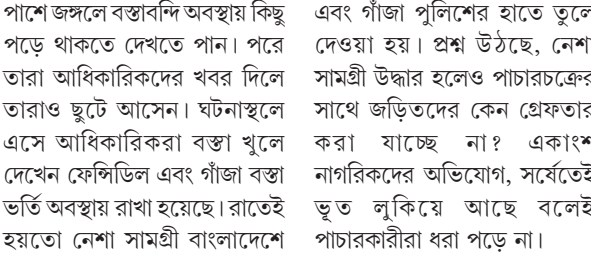
জনগণ দেখে ফেলে। এলাকাবাসীরা তাকে আটক করে। তার কাছ থেকে অনেকগুলি কোঁটা উদ্ধার করে। সেইসঙ্গে উদ্ধার হয় নগদ টাকাও। এলাকাবাসীদের জোর জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, বিশালগড় হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন এই নেশার কোঁটা ক্রয় করে আনে।বিশ্রামগঞ্জ সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার কিছু যুবকের কাছে বিক্রিও করে সে। পরবর্তীতে এলাকাবাসীরা বিশ্রামগঞ্জ পুলিশের হাতে তাকে তুলে দেয়। এমনিতেই বিশ্রামগঞ্জ সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় আসক্ত হয়ে ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে একাংশ যুবকের। উঠতি বয়সের যুবকরা এ ধরনের ফাঁদে পড়ে জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আটককৃত যুবকটি প্রতাহ নেশার ট্যাবলেট ও ড্রাগস গ্রহণ করে বলে জানায। তৎসঙ্গে এ ধরনের নেশা সামগ্রী বিক্রির সঙ্গে সে জড়িত। এদিন নেশা সামগ্রী বিক্রি করতে গেলে এলাকার

# সীমান্তে উদ্ধার গাঁজা ও ফেনিডিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১২ ফেব্রুয়ারি।। সিপাহিজলা জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা এখন নেশা সামগ্রী পাচারের করিডোর হিসেবে পরিণত হয়েছে। বিশালগড় মহকুমার কমলাসাগর সীমান্ত তার মধ্যে অন্যতম। অভিযোগ, কৈয়াপেপা, কোনাবন, কামখানা, অরবিন্দনগর ও কমলাসাগর এলাকার সীমান্ত দিয়ে প্রতিনিয়ত নেশা সামগ্রী, গরু এবং চুরির বাইক পাচার হয়। কোথাও আবার বিএসএফ’র চোখে ফাঁকি দিয়ে আবার কোথাও একাংশ জওয়ানের সাহায্য নিয়ে পাচারকারীরা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। শুক্রবার রাতেও কমলাসাগর সীমান্ত সংলগ্ন জঙ্গলে উদ্ধার হয়েছে গাঁজা ও ফেনিডিল। শনিবার সকালে উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় মধুপুর থানার পুলিশের হাতে। তবে এই ঘটনায় বিএসএফ কিংবা পুলিশ

কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। কমলাসাগর সীমান্তের ১১২নং গোট এলাকায় রাতে বিএসএফ জওয়ানরা উহলাপারির সময় রাস্তার পাশে জঙ্গলে বস্তুবন্দি অবস্থায় কিছু পড়ে থাকতে দেখতে পান। পরে তারা আধিকারিকদের খবর দিলে তারাও ছুটে আসেন। ঘটনাস্থলে এসে আধিকারিকরা বস্তু খুলে দেখেন ফেনিডিল এবং গাঁজা বস্তু ভর্তি অবস্থায় রাখা হয়েছে। রাতেই হয়তো নেশা সামগ্রী বাংলাদেশে

পাচার করার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বিএসএফ জওয়ানরা সেগুলি ধরে সামগ্রী উদ্ধার হলেও পাচারজ্বরের সাথে জড়িতদের কেন গ্রেফতার করা যাচ্ছে না? একাংশ নাগরিকদের অভিযোগে, সর্ব্বেতই ভূত লুকিয়ে আছে যোগে পাচারকারীরা ধরা পড়ে না।

	পাশে জঙ্গলে বস্তুবন্দি অবস্থায় কিছু পড়ে থাকতে দেখতে পান। পরে তারা আধিকারিকদের খবর দিলে তারাও ছুটে আসেন। ঘটনাস্থলে এসে আধিকারিকরা বস্তু খুলে দেখেন ফেনিডিল এবং গাঁজা বস্তু ভর্তি অবস্থায় রাখা হয়েছে। রাতেই হয়তো নেশা সামগ্রী বাংলাদেশে
এবং গাঁজা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রশ্ন উঠছে, নেশা সামগ্রী উদ্ধার হলেও পাচারজ্বরের সাথে জড়িতদের কেন গ্রেফতার করা যাচ্ছে না? একাংশ নাগরিকদের অভিযোগে, সর্ব্বেতই ভূত লুকিয়ে আছে যোগে পাচারকারীরা ধরা পড়ে না।	

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 14/E(PWD)/BLN/2021-22 DATED, 09-02-2022 <p>The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&amp;B), Belonia, South Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura item rate e-tender from the Central &amp; State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES/CPWD / Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 11-03-2022 for the following work :</p>					
SL NO	DNIT NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of RCC bridge over Abhayacherra on Barpathari to Tulumara at Chh.4.50 KM (Job No.TP/COM/1/ 2012- 13) for implementation under NABARD (RIDF-XII) (Length=43.120 m) /Balance Work (2nd Call)  DNIT No. 07/CE/PWD(R&B)/SE(P&DU)/ 2021-22	Rs.2,03,06,67/-  Rs.2,03,067/-		18 (eighteen) months	Appropriate Class
<p>• Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on 11-03-2022</p> <p>• Time and date for opening of bid : At 16.00 Hrs on 14-03-2022</p> <p>• Cost of Tender document : ₹. 5000/-</p> <p>• Document downloading and bidding at application: <a href="https://tripuratenders.gov.in">https://tripuratenders.gov.in</a></p> <p>• For any enquiry, please contact by e-mail to : <a href="mailto:eePWDbin2006@gmail.com">eePWDbin2006@gmail.com</a>.</p>					
<p>Sd/- Illegible (Er. Susanta Debbarma) Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&amp;B) Belonia, South Tripura</p>					
ICA-C-3708-2022					

## হত্যার চেষ্টার মামলায়

## তদন্তে অনীহা পুলিশের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। নেতার আশেপা না পেয়ে হত্যার চেষ্টার মতো ঘটনায় মামলা নিতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন সিধাই থানার পুলিশ। শেষ পর্যন্ত পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের নির্দেশে মামলাটি গ্রহণ করা হয়েছে। এই ঘটনা সিধাই মোহনপুরের ফটিকছড়ায়। অভিযোগটি করেছে সিধাইয়ের তারানগর এলাকার বাসিন্দা সজল দেব। তিনি অভিযোগটি করেছেন সঞ্জিত সাহা এবং রাহুল দেবের বিরুদ্ধে। অভিযোগটিও অনেকদিন আগের। সজল গত ১৪ জানুয়ারি তার ছেলেকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগটি করতে সিধাই থানায় গিয়েছিলেন। তার বক্তব্য ছিল, গত ১৪ জানুয়ারি তারানগর এলাকারই দু’জন অভিযুক্ত সজলের ছেলেকে হত্যার চেষ্টা করে। এই ঘটনার পরই সিধাই থানায় লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন সজল। কিন্তু পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করেনি। পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগে সজল

জানিয়েছেন, পুলিশ তদন্ত করেও দেখনি। শুধু তাই নয়, থানায় মামলাও নথীভুক্ত করেনি। এই ঘটনায় দক্ষিণ জেলার দেবদারং সিপিআইএমের কার্যালয়ে টিওআইএফ’র প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়। কিন্তু সেই কর্মসূচি শুরু করতেই কিছু দুকুতি এসে বাধা দেয়। ২০ থেকে ২৫ জন বাম কর্মী এদিন দলীয় অফিসে উপস্থিত ছিলেন। তখনই দুকুতিরা এসে তাদের সেখানে থেকে চলে যেতে বলে। এ নিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। সিপিআইএম’র অভিযোগ, বিজেপি’র দক্ষিণ জেলার সদস্য চার্থই মগের নেতৃত্বে দুকুতিরা হামলার উদ্দেশ্যে সেখানে জড়ো হয়। তারাই টিওআইএফ’র প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে বাধা দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে জেলাইবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ সেখানে ছুটে আসে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, পুলিশের সামনেই বাম নেতা-কর্মীদের দিকে তেড়ে আসার চেষ্টা করে বাধাদানকারীরা। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয়দের কথা অনুযায়ী একটা সময় পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে উঠে যে, তারাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

## ছাত্রের পড়াশোনার দায়িত্ব নিলেন অধ্যক্ষ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ১২ ফেব্রুয়ারি।। ক্যান্সার আক্রান্ত এক অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন গভাছড়া সেন্ট আরনল্ড ইংলিশ মিডিয়াম হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল ফাদার প্রসাদ রাও। জানা যায়, গভাছড়ার লক্ষ্মীপুর এডিসি ভিক্টোরের গাছ বাগান এলাকার বাসিন্দা পূর্ণলক্ষ্মী চাকমা (৩০) বর্ধদীন ধরে ক্যান্সার রোগে ভুগছেন। বর্তমানে তিনি কলকাতার একটি বেসরকারি ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসায়ীনা আছেন। পূর্ণলক্ষ্মী চাকমার স্বামী ২০১৩ সালে মোটর বাইক দুর্ঘটনায় মারা যান। বর্তমানে তার একমাত্র ছেলে সুরজ চাকমা সেন্ট আরনল্ড ইংলিশ মিডিয়াম হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত। এদিকে মার চিকিৎসার খরচ বহন করতে গিয়ে সুরজের পরিবার নিঃশ্ব

হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় আর্থিক সমস্যার জন্য সুরজের পড়াশোনা এক প্রকার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে। এদিকে ফাদার প্রসাদ রাও সুরজের পরিবারের কল্যাণ অবস্থার কথা শুনেত পেয়ে শনিবার তার বাড়িতে ছুটে যান এবং সুরজের হাতে পড়াশোনা এবং খেলাধুলার বিভিন্ন সামগ্রী তুলে



দেন। শুধু তাই নয়, এদিন ফাদার ক্যান্সার আক্রান্ত পূর্ণলক্ষ্মী চাকমার পরিবারকে আশ্বাস দেন দশম শ্রেণি পর্যন্ত সুরজের পড়াশোনার খরচও তিনি বহন করবেন। ফাদার প্রসাদ রাও’র আশ্বাসে অসহায় এই পরিবারের মধ্যে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিশ্বাস ফিরে এসেছে।

# ১৭ই জেলায় জেলায় তিপ্রা মথার ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে মাঠে নামছে তিপ্রা মথা। দীর্ঘ এক বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও রাজ্যে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে রািট করছে না শাসকদল। দীর্ঘদিন ধরেই অতিমারির কারণ দেখিয়ে বন্ধ ছিল পুরনির্বাচন-সহ টিটিএএডিসি নির্বাচন ও উপজাতি জেলা পরিষদ এলাকার ভিলেজ কাউন্সিলগুলি। পুরনির্বাচন, টিটিএএডিসি নির্বাচন হয়ে গেলেও ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই। বর্তমানে রাজ্যের ভিলেজ কাউন্সিলগুলি রাজ্যপালের

অধীনে চলছে। শনিবার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের সভাপতি বিজয় কুমার রাঞ্চল বলেন, সংবিধানের তপশিলি মনেই রাজ্যের ভিলেজ কাউন্সিলগুলির নির্বাচন করিয়ে নেওয়ার কথা। কিন্তু রাজ্যে সরকার কোনও সাংবিধানিক অধিকারকে পাশ্চাৎ দিতে নারাজ। এই বিষয়ে গত ৪ ফেব্রুয়ারি রাজ্যপালকে চিঠি দিয়েছিল দল। কিন্তু শনিবার পর্যন্ত নূনতম চিঠি প্রাপ্তির স্বীকার করে একটি উত্তরপত্র পাঠানোর সৌজন্যতা দেখায়নি রাজত্ববন। তাই এবারে মাঠে ময়দানে নেমে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের দাবি তুলতে চলছে তিপ্রা মথা। এই দিন রাজ্যের ৮ জেলাতেই এক যুগে

তিপ্রা মথার সদস্যরা জেলা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের এই দাবি জানাবেন। এদিকে, ভিলেজ কাউন্সিলগুলি প্রশাসনিক প্রধানের মাধ্যমে পরিচালনার কারণে উপজাতি এলাকায় কোনও ধরনের উন্নয়ন কাজ হচ্ছে না। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তিপ্রা মথা টিটিএএডিসি দখল করেও আদতে উপজাতিদের জন্য কোনও কাজই করতে পারছে না। যার ফলে ইতিমধ্যেই উপজাতি এলাকায় সাধারণের মধ্যে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে তা হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছেন মহারাজ। আর এভাবে চলতে থাকলে আগামী কিছুদিনের মধ্যে যে উপজাতি এলাকায়

মহারাজ বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়ে যাবে তা ভালোই টের পাচ্ছেন তিপ্রা মথার প্রধান প্রদ্যোত কিশোর। তাই এবারে এডিসির ক্ষমতা ধরে রাখার স্বার্থেই ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে মাঠে নামছে দল। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে সভাপতি বলেন, ১৭ ফেব্রুয়ারি ডেপুটেশন শান্তিপূর্ণ হবে। তবে সরকার এই দাবি না মানলে আন্দোলন আরও তীব্র হবে বলে ঝঁষিয়ার দিয়েছেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে সভাপতি বলেন, ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের দাবিতে আদালতে মামলা করার বিষয়টি দলের নজরে রয়েছে, তবে এখনও এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।



## জানা অজানা

## মানুষ কেন বামন হয়?

তুয়ারকন্যা ও সাত বামনের গল্প ছোটবেলায় কে না পড়েছে? পাহাড়ে সাত বামন আদরে—যত্নে না রাখলে তুয়ারকন্যা কবেই মরে যেত। গল্পকাহিনি বা পুরাণে বামনদের একটা আলাদা মর্যাদা আছে। বেশির ভাগ পুরাণেই বামনদের উচ্চ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, জ্ঞানী ও উচ্চ মানবিক গুণাবলির মানুষ হিসেবে তুলে ধরা হয়। কিন্তু কেন কিছু কিছু মানুষ এত খর্বাকৃতির হয় যে লোকে তাদের বামন বলে? আমাদের শারীরিক বৃদ্ধির জন্য শৈশবে কিছু হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর সঙ্গে চাই সঠিক পুষ্টি ও বেড়ে ওঠার মতো পরিবেশ। কেশোরে গ্রোথ হরমোন, থাইরয়েড হরমোন এবং শ্রেণ্ড হরমোনগুলো বেশি বেশি করে নিঃসরণ হয় বলে এ সময়টাতেই আমরা দ্রুত বাড়তে শুরু করি। একে বলে পিউবারটাল স্পার্ট। আরার ১৮ থেকে ২১ বছর বয়সে হাড়ের গ্রোথ প্লেটগুলোর বাড়ন্ত অংশ ফিউজ হয়ে যেতে থাকে, এরপর আমরা লম্বায় আর বাড়ি না। তার মাঝে ১৮ বছরের আগে পুষ্টি ও প্রয়োজনীয় হরমোনের অভাব হলে শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে। হরমোনগুলো যেসব গ্রন্থি থেকে তৈরি হয়, যেমন পিউইটারি গ্রন্থি বা থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যায় মানুষ বামন হতে পারে। হতে পারে জিনগত নানা সমস্যা, যেখানে জন্মগতভাবে জিনের ত্রুটির কারণে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। উন্নয়নশীল দেশে অপুষ্টি ও ভিটামিন ও আমিষের অভাবে শিশুরা খর্বাকৃতির হয়। অনেক সময় ছোটবেলায় দীর্ঘদিন রোগে ভোগার কারণেও মানুষ খর্বাকৃতি হয়। তবে খর্বাকৃতি মানেই যে বামন, তা কিন্তু নয়। দেশ—জাতিভেদে বিশ্বের একেক জায়গার মানুষের উচ্চতা একেক রকম। পাশ্চাত্য দেশের মানুষের

করতে সক্ষম। কিন্তু কারণটা যদি হয় জিনগত বা জন্মগত, তবে সাধারণত কোনো সুফল পাওয়া যায় না চিকিৎসায়। কিছু কিছু বামনের কম উচ্চতার সঙ্গে স্কেলিটাল ডিসপ্লাসিয়া বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসামঞ্জস্য থাকে। যেমন শরীরের তুলনায় হাত-পা খাটো বা বেশি লম্বা। এগুলো সাধারণত জিনগত সমস্যা। আবার পিউইটারি গ্রন্থি থেকে গ্রোথ হরমোন কম নিঃসরণের কারণে খর্ব হয়ে থাকলে ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্রোথ হরমোন ব্যবহার করে উচ্চতা নিশ্চিত করা যায়। যেমনটা ঘটেছে বিশ্বখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় লিওনেল মেসির বেলায়। মেসির ১২ বছর বয়সে ধরা পড়ে যে তার গ্রোথ হরমোনের অভাব রয়েছে। সে কারণে ক্লাস বা ফুটবল দলের অন্য ছেলেদের তুলনায় তাকে সব সময়ই ছোটখাটো দেখাত। মেসির পরিবার ছিল দরিদ্র, তাই প্রতিদিন গ্রোথ হরমোন ইনজেকশন নেওয়ার ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব হচ্ছিল না। এ সময় এগিয়ে আসে বিশ্বখ্যাত ফুটবল দল বার্সেলোনা। মেসির মধ্যে অপার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল বার্সেলোনা। তাই তাঁর চিকিৎসার সব ব্যয়ভার তারা কাঁধে তুলে নিয়েছিল এক শর্তে, তা হলো বার্সার হয়েই খেলতে হবে মেসিকে। তাদের সিদ্ধান্ত যে মোটেও ভুল ছিল না, তা আজ প্রমাণিত। এখন পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে ছোট মানুষটির নাম জ্যোতি অ্যামগি। ভারতের কেরালার এই নারীর উচ্চতা মাত্র ২ ফুট ১ ইঞ্চি। জন্মগত জটিল রোগ অ্যাকস্‌জ প্লাম্যাসিয়ায় আক্রান্ত জ্যোতি। গিনেস বুক অব রেকর্ডসে তিনিই সবচেয়ে ক্ষুদ্র মানুষ। খর্বাকৃতি বা বামনদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বখ্যাত অভিনেতা বা পারশ্রমার হয়েছেন। উইজার্ড অব ওজ, গেম

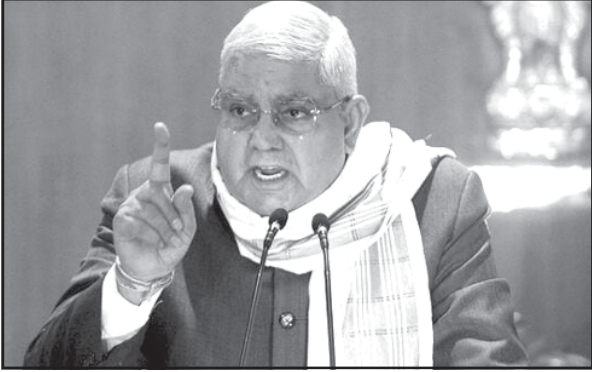


গড় উচ্চতা এবং চিন ও থাইল্যান্ডের মতো প্রাচ্য দেশের মানুষের গড় উচ্চতা এক হবে না, এটাই স্বাভাবিক। তাহলে কেন আমরা অস্বাভাবিক বলব। চিকিৎসকরা এ ক্ষেত্রে গ্রোথ চার্চের মানদণ্ড ব্যবহার করেন। নির্দিষ্ট জাতিগত মানদণ্ডে কোনো শিশু যদি গ্রোথ চার্চে তার বয়স অনুযায়ী যে উচ্চতা হওয়ার কথা ছিল, তার চেয়ে আড়াই গুণ মান নিচে পড়ে যায়, তবে তাকে অস্বাভাবিক ধরে নেওয়া হয়। তারপর খুঁজে দেখা হয় যে সে কী কারণে উচ্চতা বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়ে। যদি হরমোনের ঘাটতির কারণে বা অপুষ্টির কারণে হয়ে থাকে, তবে সময়মতো চিকিৎসার আওতায় এলে সে স্বাভাবিক উচ্চতা লাভ

অব থর্নস, লর্ড অব দ্য রিংস বা ক্রনিকলস অব নার্নিয়ায় আমরা বামনদের দেখা পাই। এমি বা গোল্ডেন্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন কেউ কেউ। অনেকে বলেন, বিখ্যাত কবি আলেকজান্ডার পোপও নাকি এই সমস্যায় আক্রান্ত ছিলেন। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমাজে বামনদের ঠাঁই হয় সার্কাসে বা সিনেমায় কমেডিয়ান চরিত্রে বা রেস্টুরেন্টের দাচোয়ানের চাকরিতে। কিন্তু উন্নত ধরনের চিকিৎসা আবিস্কৃত হওয়ায় যথাসময়ে রোগ শনাক্ত হলে তাঁদের অনেকের লিওনেল মেসির মতো সফল মানুষে পরিণত হতে পারেন। আর গ্রোথ হরমোন চিকিৎসা এখন ভারতেও আকছায়ই হচ্ছে।

## বিধানসভার অধিবেশন স্থগিত করলেন রাজ্যপাল

পুরভোটের দিনই ফের শিরোনামে রাজ্যপাল জঙ্গীপ ধনখড়। বাংলার রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ফেলে দিয়ে বিধানসভা—“সমাপ্ত” করেন রাজ্যপাল। অর্থাৎ বিধানসভাকে না ভেঙেই তিনি তা স্থগিত করলেন। এদিন টুইট করে রাজ্যপাল এই সিদ্ধান্ত জানান। তিনি টুইট করে লেখেন, ‘সংবিধানের ১৭৪ নম্বর ধারার উপধারা ২-এর অধীনে ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে স্থগিত থাকছে অধিবেশন।’—রাজ্যপালের টুইটে ধোঁয়াশা তৈরি হলেও পরে তৃণমূলের মুশপাত্র কুলাল ঘোষ স্পষ্ট করে জানান, স্বতঃপ্রসঙ্গিত সিদ্ধান্ত নেননি রাজ্যপাল। বলেন, ‘রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অযথা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। কারণ মন্ত্রিসভার সুপারিশ মেনেই রাজ্যপাল অধিবেশন স্থগিত করেছেন। রাজ্যপাল কোনও স্বতঃ প্রণোদিত সিদ্ধান্ত নেননি।’ তিনি আরও জানান, মন্ত্রিসভা ঠিক করে দেওয়া দিনক্ষণ অনুযায়ী পরবর্তীতে অধিবেশন ডাকবেন রাজ্যপাল। প্রসঙ্গত, প্রধা অনুযায়ী শীতকালীন অধিবেশন শেষ হতেই পরিষদীয় দশ তরয়ের তরফে অধিবেশন শেষ হওয়া সংক্রান্ত ফাইল রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হয়। তবে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের আবহে সেই ফাইল



পাঠাতে বিলম্ব করেছিল রাজ্য সরকার। উল্লেখ্য, গতবছর ১৭ নভেম্বর শীতকালীন অধিবেশন শেষ হয়েছিল বঙ্গ বিধানসভায়। তবে সেই ফাইল রাজ্যপালকে পাঠানো হয় ১০ ফেব্রুয়ারি। সেই ফাইলই স্বাক্ষর করে টুইট করেন রাজ্যপাল। আর তা নিয়েই তৈরি হয়েছিল ধোঁয়াশা।—উল্লেখ্য, দিল্লিতে বাজেট অধিবেশন চলাকালীন রাজ্যপাল ইস্যুতে একাধিকবার সরব হয়েছে তৃণমূল। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির কাছে ‘বেসরকারিভাবে’ রাজ্যপালকে সরানোর আবেদন জানিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদরা। এরই মাঝে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে সরানোর দাবিতে সংসদে স্বতন্ত্র প্রশ্নাব আসে তৃণমূল কর্তৃক। ১৭০ ধারায় রাজ্যসভায় এই প্রশ্নাব আনা হয়। এই আবহে রাজ্যপালের টুইট ফিরে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। বিগত বহু

মাস ধরেই রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত চুরমে উঠেছিল। এরই মাঝে হাওড়া পুরবিল নিয়ে সংঘাত বাড়়ে রাজ্যপাল ও বিধানসভার অধ্যক্ষের মধ্যে। বিধানসভায় গিয়েই রাজ্যপাল রাজ্য সরকারকে তেপ দেগেছিলেন। পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালের নাম না করেই জঙ্গীপ ধনখড়কে ‘ঘোড়ার পাল’ বলে তোপ দাগেন। এর জবাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কটাক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপাল পালটা জাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী, তার একটিও প্রমাণিত হলে রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা দেবেন। এই পরিস্থিতিতে প্রাথমিক ভাবে রাজ্যপালের টুইটে শোরগোল পড়ে যায় আজকে। যদিও পরে শাসকদলের তরফে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়।

## আই-প্যাকের ভাড়া বাড়িতে হানা পুলিশের উদ্ধার মাদক

পানাজি, ১২ ফেব্রুয়ারি।। গোয়ার বিধানসভা ভোটের আগে রাজনৈতিক কৌশলকারী প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা আই-প্যাকের ভাড়া করা অফিসে হানা দিল পুলিশ। গোয়া বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনি রণকৌশলের দায়িত্বে রয়েছে প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা। আই-প্যাকের পক্ষ থেকে ভাড়া করা একটি বাড়িতে হানা দেয় পোখরিমের পুলিশ। হানা চালিয়ে সেখান থেকে আই-প্যাকের এক কর্মীকে মাদক-পদার্থ সহ গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ দাবি করেছে। গোয়া পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পোখরিমের পুলিশ গোপন সূত্রে জানতে পারে যে, আইপ্যাকের কিছু কর্মী স্থানীয় এলাকায় ভোটারদের টাকা পরস্যা দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি গোয়ার বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আইপ্যাকের কর্মীদের ভাড়া নেওয়া কিছু বাড়িতে যখন হানা দেয় তখন সেখান থেকে কিছু মাদক পদার্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ভাড়া বাড়িতে থাকা আইপ্যাকের এক কর্মী জানান যে, ওই মাদক পদার্থ তাঁর সহকর্মী বিকাশ নাগলের। এ কথা জানার পর পুলিশ বিকাশ নাগলকে গ্রেফতার করেছে। শনিবারই তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে। উল্লেখ্য, গত আড়াই বছর ধরে আইপ্যাক তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে। তৃণমূলের ভোটের রণকৌশল নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করছে আইপ্যাক। এরই মধ্যে সূত্রের খবর, আইপ্যাকের সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্কে টানাড়েউন তৈরি হয়েছে।



অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় যুব কংগ্রেসের কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে দেশের রাজধানীর রাজপথে।

## অভিষেক-সহ সমস্ত পদের অবলুপ্তি দলে ২০ জনের জাতীয় কর্মসমিতি ঘোষণা মমতার

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া তৃণমূলে সমস্ত শীর্ষপদের আপাতত অবলুপ্তি ঘটানো হল। অবলুপ্তি ঘটালেন স্বয়ং মমতাই। বললে গড়া হয়েছে ২০ জনের জাতীয় কর্মসমিতি। যারা দলের কাজ দেখাশোনা করবে। কর্মসমিতির মাধ্যায় রয়েছে মমতা নিজে। শনিবার কালীঘাটে মমতার ডাকা দলের বৈঠকের পর তৃণমূলের নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় ওই কথা জানিয়েছেন। পার্থ অবশ্য সরাসরি ‘শীর্ষপদের অবলুপ্তি’ শব্দবন্ধ ব্যবহার করেননি। তিনি বলেছেন, “জাতীয় কর্মসমিতি ঘোষিত হল। এর পর পদাধিকারীদের নাম নেত্রী ঘোষণা করবেন।” যার অর্থ, পার্থ নিজে যেমন দলের মহাসচিব থাকলেন না তেমনই রাজ্য সভাপতি থাকলেন না সুত্র বস্তি। আবার একই ভাবে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক থাকলেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তবে অভিষেককে

অন্যদের সঙ্গেই জাতীয় কর্মসমিতিতে রাখা হয়েছে। কাকে কোন্ পদ দেওয়া হবে তা পরে স্থির করবেন মমতা স্বয়ং। সেই কর্মসমিতি এবং পদাধিকারীদের নাম যথাসময়ে নির্বাচন কমিশনে জানানো হবে পার্থের কথায়, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী হওয়ার পর চার-পাঁচ জনের নাম বলেছিলেন। বলেছিলেন, তাঁরা আপাতত কাজ চালাবেন। তাঁদের উনি ডেকেছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় কর্মসমিতির সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হল। পদাধিকারী যঁারা হবেন, সে তালিকা তিনি অতি শীঘ্রই মনোনীত করবেন। এবং তা জাতীয় নির্বাচন কমিশনে জানিয়ে দেওয়া হবে।” কেন এমন পদক্ষেপ করলেন মমতা? তৃণমূলের একাধিক নেতার ব্যাখ্যা, দলের অন্তরে ‘এক ব্যক্তি, এক পদ’ নীতি নিয়ে যে বিরোধ এবং বিতর্ক চলছিল, তার জেরে অভিষেক তাঁর সর্বভারতীয় সাধারণ

সম্পাদকের পদ ছেড়ে দিতে পারেন বলে তাঁর ঘনিষ্ঠেরা ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। সেই কারণেই মমতা এক ধাক্কায় সমস্ত পদের অবলুপ্তি ঘটালেন। অর্থাৎ, কারও পদই যদি না থাকে, তা হলে তিনি পদত্যাগ করবেন কী করে যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এই ব্যাখ্যার কথা স্বীকার করেননি কেউই। তবে তৃণমূল সূত্রের খবর, মমতা কারও সঙ্গেই কোনো আলোচনা করে বা মতামত চেয়ে ওই কর্মসমিতি ঘোষণা করেননি। একেবারেই মমতার নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মসমিতি ঘোষণা করা হয়েছে। শনিবারের ঘোষণার ফলে অভিষেক যেমন আর দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রইলেন না, তেমনই তিনি জাতীয় কর্মসমিতিরও সদস্য রইলেন। অর্থাৎ, দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণকর্মিটির একজন সদস্য হয়ে রইলেন তিনি। এর পর তাঁকে মমতা কোনও পদ দেন কি না, তা দেখার। দিলেও অভিষেক কোন্ পদে থাকেন, সেটিও দেখার।

সম্পাদকের পদ ছেড়ে দিতে পারেন বলে তাঁর ঘনিষ্ঠেরা ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। সেই কারণেই মমতা এক ধাক্কায় সমস্ত পদের অবলুপ্তি ঘটালেন। অর্থাৎ, কারও পদই যদি না থাকে, তা হলে তিনি পদত্যাগ করবেন কী করে যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এই ব্যাখ্যার কথা স্বীকার করেননি কেউই। তবে তৃণমূল সূত্রের খবর, মমতা কারও সঙ্গেই কোনো আলোচনা করে বা মতামত চেয়ে ওই কর্মসমিতি ঘোষণা করেননি। একেবারেই মমতার নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মসমিতি ঘোষণা করা হয়েছে। শনিবারের ঘোষণার ফলে অভিষেক যেমন আর দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রইলেন না, তেমনই তিনি জাতীয় কর্মসমিতিরও সদস্য রইলেন। অর্থাৎ, দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণকর্মিটির একজন সদস্য হয়ে রইলেন তিনি। এর পর তাঁকে মমতা কোনও পদ দেন কি না, তা দেখার। দিলেও অভিষেক কোন্ পদে থাকেন, সেটিও দেখার।

## লাইফ স্টাইল

## কোথা থেকে এসেছিল করোনা, বাদুড় নাকি চিনের ল্যাব?

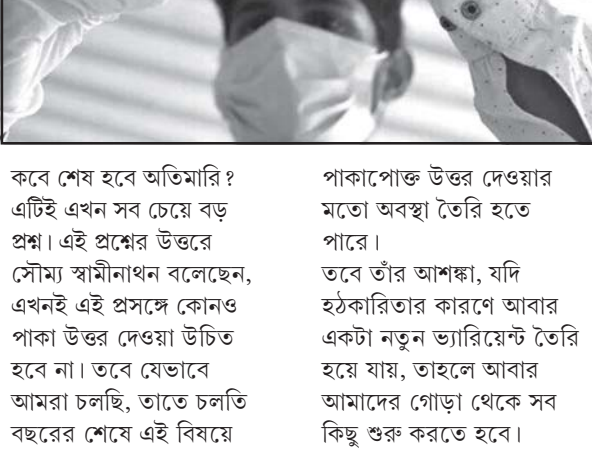
## দু’বছরে কী কী জানা গেল

দু’বছর হয়ে গিয়েছে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবী জুড়ে। প্রথম দিকে যেমন আতঙ্ক ছিল, এখন তার অনেকটাই কমে গিয়েছে। এই দু’বছরে করোনা নিয়ে কাম পরীক্ষানিরীক্ষা হয়নি। কী কী জানা গিয়েছে তাতে? কোথা থেকে এসেছিল করোনা? কবেই বা শেষ হবে এটি? কী বলছেন বিজ্ঞানীরা? একে একে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম WHO-র

বিজ্ঞানী সৌম্য স্বামীনাথনকে জিজ্ঞাসা করেছিল এই বিষয়ে। কোথা থেকে এসেছে করোনা? সৌম্য স্বামীনাথনের মতে, যে কোনও অতিমারির শুরু হয় যখন একটি জীবাণু অন্য কোনও প্রাণীর শরীর থেকে মানুষের শরীরে চলে আসে। তার জিনগত সঠানে বদল হয়, সেটি সংক্রমিত হতে থাকে অন্য মানুষের মধ্যে। তাঁর কথায়, এখনও পর্যন্ত যা আন্দাজ, তাতে বাদুড় থেকেই

এসেছে কোভিডের জীবাণু। কিন্তু স্পষ্ট করে এখনও পুরোটা বোঝা যায়নি। এত দিনেও কেন পুরোটা স্পষ্ট করে বোঝা যায়নি, সে প্রশঙ্গ বলতে গিয়ে সৌম্য স্বামীনাথন বলেছেন, যে কোনও জীবাণুরই সূত্র খুঁজে পেতে বেশ কয়েক বছর লাগে। SARS যেমন ভামবিভাল থেকে, MERS যেমন উট থেকে এবং HIV কোনও শিশুপাঞ্জি থেকে এসেছে, সেগুলি বুঝতেও বহু

বছর লেগে গিয়েছিল। তাহলে কি চিনের ল্যাব থেকে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে? সৌম্য স্বামীনাথন বলেছেন, কোনও তত্ত্বই উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু তাঁর মতে, যঁারা করোনার উৎসস্থলটি পরীক্ষা করেছেন, তাঁরা এখনও পর্যন্ত যা প্রমাণ পেয়েছেন, তা থেকে মনে করা হচ্ছে, এটি সরাসরি কোনও প্রাণীর থেকেই এসেছে।



কবে শেষ হবে অতিমারি? এটিই এখন সব চেয়ে বড় প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তরে সৌম্য স্বামীনাথন বলেছেন, এখনই এই প্রশ্নে কোনও পাকা উত্তর দেওয়া উচিত হবে না। তবে যেভাবে আমরা চলেছি, তাতে চলতি বছরের শেষে এই বিষয়ে

পাকাপোক্ত উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হতে পারে। তবে তাঁর আশঙ্কা, যদি হঠকাত্তর কারণে আবার একটা নতুন ভ্যারিয়েন্ট তৈরি হয়ে যায়, তাহলে আবার আমাদের গোড়া থেকে সব কিছু শুরু করতে হবে।

## মোদির রাজ্যে ২৩ হাজার কোটির দুর্নীতি!

পান্ধীনগর, ১২ ফেব্রুয়ারি।। মাঝে সম্পত্তি ত্রেকা করা হয়েছে বটে, তবে কয়েক হাজার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতিতে অভিমুক্ত বিজয় মালিয়া, নীরব মোদিরা এখনও অধরা। এর মধ্যেই বিপুলাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতির খবর সামনে এল। মোদির রাজ্য গুজরাটের এবিজি শিপইয়ার্ডের বিরুদ্ধে ২৮টি ব্যাঙ্কের মোট ২২ হাজার ৮৪২ কোটি টাকা জালিয়াতির অভিযোগ উঠল। এই ঘটনায় সিবিআই অভিযোগ এনেছে ওই জাহাজ নির্মাণ সংস্থার তিন কর্ণধার স্বাধি আগরওয়াল, সচ্ছনম মুখ্যস্বামী ও অশ্বিনী কুমারের বিরুদ্ধে। এবিজি গ্রুপের এবিজি শিপইয়ার্ড লিমিটেডে কোম্পানি জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতির কাজ করে থাকে। গুজরাটের দাহেজ ও সুরাতে রয়েছে সংস্থার কারখানা। অভিযোগ, সংস্থাটি বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা ঋণ নিলেও সেই ধার পরিশোধ করেনি। সংস্থাটি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া থেকে ঋণ নিয়েছে ২ হাজার ৯২৫ কোটি টাকা। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছে ৭ হাজার ৮৯ কোটি টাকা, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক থেকে জাহাজ নির্মাণ সংস্থাটি ঋণ নিয়েছে ৩ হাজার ৬৩৪ কোটি টাকা। ১ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে কোম্পানি জাহাজ থেকে, ১ হাজার ২৪৪ কোটি নিয়েছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে এবং ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক থেকে নিয়েছে ১ হাজার ২২৮ কোটি টাকা। ইতিমধ্যে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ঘটনায় এবিজি শিপইয়ার্ড লিমিটেড কর্ণধারদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে সিবিআই। এফআইআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৯ সালের ১৮ জানুয়ারিতে আরনেস্ট অ্যান্ড ইয়ং এলপি একটি ফরেনসিক অডিট রিপোর্ট জমা দেয়। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, এপ্রিল ২০১২ থেকে জুলাই ২০১৭, এই সময়পর্বে অভিমুক্তরা যৌথভাবে ব্যাঙ্ক তহবিলের যথেষ্ট অপব্যবহার, বিশ্বাস লঙ্ঘন ও তহবিলের অবৈধ ব্যবহার করেছে। যে উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিয়েছিল তা করা হয়নি।” এছাড়াও এফআইআর-এ লেখা হয়েছে, এবিজি শিপইয়ার্ড ঋণের অপব্যবহার করেছে তো বটেই, এইসঙ্গে ব্যাঙ্কগুলিকে সময় মতো সুদ-সহ কিস্তির টাকাও দেয়নি।

## উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার জেরে বিতর্ক

দেরাদুন, ১২ ফেব্রুয়ারি।। উত্তরাখণ্ডের বিধানসভা ভোটে বিজেপি জিতলেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকরের প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে দাবি করলেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুশ্কার সিংহ ধামী। সংবাদ এগুনআই-এনআই-এ সাক্ষাৎকারে তাঁর ওই মন্তব্যের পরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের দাবি, এভাট পরাভয় নিশ্চিত বুকেই প্রচারের শেষ প্রহরে বিতর্কিত বিষয় তুলে ধরে মেরুকরণের রাজনীতি করতে চাইছেন ধামী। ওই সাক্ষাৎকারে ধামী বলেন, “বিধানসভা ভোটে জিতে বিজেপি ক্ষমতায় ফিরলেই উত্তরাখণ্ডে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকরের আইনি প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি গঠন করবে। সব ধর্মের মানুষের জন্য বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, জমি-সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত একই আইনের ব্যবস্থা করা হবে আমাদের রাজ্যে।” ধামীর দাবি, প্রস্তাবিত অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর হলে সামাজিক সম্মীতি বৃদ্ধি পাবে, লিঙ্গবৈষম্যের অবসান ঘটে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে এবং হিমালয়ে ঘেরা ওই রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পরিচয় এবং পরিবেশ সুরক্ষিত হবে। প্রসঙ্গত, অভিন্ন দেওয়ানি বিধির মাধ্যমে সব ধর্মের মানুষের জন্য একই রকম পারিবারিক, বিবাহ, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের কথা কয়েক দশক ধরেই বলে আসছে বিজেপি। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বিজেপি-র ইস্তাহারেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রতিশ্রুতি ছিল। ওই বিধি কার্যকর হলে মুসলিমদের শরিয়ত অনুযায়ী ব্যক্তি আইনের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হবে। দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় ফেরার পর থেকেই নরেন্দ্র মোদি সরকার তিন তালুক নিষিদ্ধ করা, জন্ম-কাস্মীরের বিশেষ অধিকারের ৩৭০ অনুচ্ছেদ এবং ৩৫এ অনুচ্ছেদ রদ করা, রামমন্দির নির্মাণ, নতুন শিক্ষানীতির মতো সম্ভ্র পরিবারের কর্মসূচি একের পর এক রূপায়ণ করছে বলে অভিযোগ। এবার দেশের এক অঙ্গরাজ্যের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী নতুন করে উসকে দিলেন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিতর্ক।

## ৩৩টি খুন

## করে পুলিশের জালে সিরিয়াল কিলার

ভোপাল, ১২ ফেব্রুয়ারি।। আদেশ খামরা। এক ডাকে সকলেই ঢেঁকেন তাঁকে। এক জন ভাল দর্জি হিসেবে নিজের এবং আশপাশের এলাকায় ভাল নামডাকও রয়েছে তাঁর। দিনে জামাকাপড় সেলাই করতেন আর রাত হলেই বদলে যেত তাঁর রূপ। তখন আর তিনি সকলের আদেশ দর্জি নন, হয়ে উঠতেন এক জন খুনি। খুন করার জন্য রাতের আঁধারকেই বেছে নিতেন আদেশ। সকালে একেবারে ছাপোষা দর্জি। ফলে পাড়ার লোক তো বটেই, এমনকি বাড়ির লোকেরাও কোনও দিন টের পাননি আদেশ এক জন

● এরপর দুইয়ের পাঠায়



# ভিদাল’ৰ গোলে জয়ী ফৰোয়ার্ড



প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ ম্যাচের আগের দিন ফরোয়ার্ড ক্লাবের কেচ সুভাষ বোস জানিয়েছিলেন, জয়ের ব্যাপারে আমরা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। সেটাই ঘটলো শনিবার। চন্দ্র মেমোরিয়াল ফুটবলে সুপার লিগের প্রথম ম্যাচে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে তারা হারিয়ে পুরো পয়েন্ট ঘরে তুললো। ম্যাচের প্রথমার্ধে বেশ

উপভোগ্য ম্যাচ হলো। দুইটি দলের মধ্যেই একটি ইতিবাচক মনোভাব ছিল। সুযোগও তৈরি হয়। তবে কোন গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে একটি মাত্র গোল করে ফরোয়ার্ড ক্লাব। এই গোলেই তারা জয় তুলে নিলো। বিদেশি না থাকলেও রামকৃষ্ণ ক্লাবে সাতজন ভিনরাজ্যের ফুটবলার। তার মধ্যে একজন এদিন খেলেনি। চোট কতটা গুরুতর ওই ফুটবলারের

সেটা কারোর জানা নেই। তবে প্রথম একাদশে তাকে দেখা গেলো না। এই বছর সিনিয়র ফুটবলে অনেক রহস্যময় ঘটনা ঘটে চলেছে। সুবিধাজনক জায়গায় থাকা দলকে নিজের পায়ে কুড়াল মারতেও দেখা গেছে। আবার বড় বাজটের কোন দল সুপারে যাওয়া নিয়েই একটা সময় আশঙ্কার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তবে এদিন সুপারের

●এরপর দুইয়ের পাতায়

## ১৫ কোটিতে ঈশানকে ছিনিয়ে নিল মুম্বই

মুম্বাই, ১২ ফেব্রুয়ারি। আইপিএল নিলাম শুরু হওয়ার আগে তাঁর উপর বাজি ধরেছিলেন অনেকেই। এ বারের নিলামে তাঁকে কেনার জন্য যে বেশ কয়েকটি দল বাঁপাবে তা নিশ্চিত ছিল। তবে নিলাম টেবিলে ঈশান কিশনকে নিয়ে যে ভাবে দড়ি টানটানি হল তা দিনের অন্যান্যতম বড় ঘটনা হয়ে থাকল। শেষ পর্যন্ত ১৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকায় তাঁকে কিনে নেয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে যুবরাজ সিংহের পরে নিলামে সব থেকে বেশি টাকা পেলেম তিনি। নিলামের আগে তাঁকে ধরে না রাখলেও ঈশানকে কেনার জন্য প্রথমেই আগ্রহ দেখায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তাদের সঙ্গে লড়াই চলে পাঞ্জাব কিংসের। ঈশানের দাম চড়চড় করে বাড়তে থাকে। ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ পর্যন্ত যাওয়ার পরে রঞ্ ভঙ্গ দেয় পঞ্জাব। তখনই লড়াইয়ে আসে গুজরাট টাইটানস। অন্য দিকে মুম্বই নিজদের বিড করতে থাকে। দুই অঙ্কে চলে যায় ঈশানের দাম। ১৩ কোটি ৭৫ লক্ষ পর্যন্ত লড়াই চালায় গুজরাট। তার পরে জানিয়ে দেয় আর বিড করবে না। দেখে মনে হচ্ছিল এ বার মুম্বই কিনে নেবে ঈশানকে। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে মঞ্চ নামে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। আরও উঠতে থাকে দাম। শেষ পর্যন্ত ১৫ কোটি টাকাতে গিয়ে হার মানে হায়দরাবাদের দল। যে ভাবে মুম্বই বিড করছিল তাতে দেখে মনে হচ্ছিল তারা ঈশানকে দলে নিতে মরিয়া। শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়। ঈশানকে কেনার পরে দলের মালিক টিনা আশ্বিনীর মুখের হাসি বলে দেয় ঈশানকে নেওয়ার জন্য কতটা আগ্রহী ছিলেন তাঁরা।

## আইপিএলের শুরুতে দলই পেলেন না বাংলাদেশের শাকিব

মুম্বাই, ১২ ফেব্রুয়ারি। আইপিএল ২০২২-এর নিলামের প্রথম দিন দল পেলেন না বিশ্বের একাধিক তারকা ক্রিকেটার। তাঁদের মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার শাকিব আল হাসান। দল পেলেন না অস্ট্রেলিয়ার তারকা ব্যাটার স্টিভ স্মিথ, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার ডেভিড মিলার এবং ভারতের সুরেশ রায়না। শাকিবকে নিয়ে প্রতিবছর আইপিএলেই আগ্রহ থাকে। আইসিসি-র টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের অলরাউন্ডারদের ক্রমতালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন শাকিব। এক দিনের ক্রিকেটে অলরাউন্ডারদের ক্রমতালিকায় রয়েছেন শাকিব। এক দিনের ক্রিকেটে অলরাউন্ডারদের ক্রমতালিকায় রয়েছেন শাকিব। তাও আইপিএলের

## অবিক্রিত স্মিথ, মিলার, রায়নাও

কোনও দলই তাঁকে নিতে আগ্রহ দেখাল না প্রথম দিন। বাংলাদেশের বহু জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন শাকিব। তবে, বয়স বাড়ায় সিরিজ ধরে ধরে খেলার কথা কিছু দিন আগে জানিয়ে ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে। গতমাসে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ান শাকিব। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ খেলার কথা জানালেও, টেস্ট সিরিজে খেলার বিষয়ে স্পষ্ট মত জানাননি এই বিতর্কিত অলরাউন্ডার। আইপিএলে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

## টুয়েন্টি-২০ এসপিএল শুরু ২০ ফেব্রুয়ারি

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, সোনামুড়া, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে সোনামুড়ায় শুরু হবে টুয়েন্টি-২০ এসপিএল নকআউট ক্রিকেট। শনিবার এই উপলক্ষ্যে সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে উদ্যোক্তারা। প্রতিযোগিতার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। খেলায়াদদের উৎসাহিত করতে উদ্যোক্তারা এই প্রয়াস নিয়েছে। টুর্নামেন্টের বিজয়ী দল প্রাইজমানি বাবদ পাবে একটি গাড়ি। রানাসংআপ দল পাবে একটি বাইক। সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান হবে। এই



মাঠের পাশাপাশি মেলাঘর বয়েজ স্কুল মাঠেও প্রতিযোগিতার ম্যাচ হবে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের স্বীকৃত আপ্যায়রা দাস, সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্মসচিব বৃদ্ধ পাল, আব্দুল জলিল সহ অনারা।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উদ্যোক্তা কমিটির চেয়ারম্যান তথা সোনামুড়া নগর পঞ্চায়তের ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান মিঞা, সমাজসেবী বিশ্বজিৎ সেন, সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্মসচিব বৃদ্ধ পাল, আব্দুল জলিল সহ অনারা।

## আড়ালে অন্য খেলা ?

# টিসিএ, টিএফএ-র সমান্তরাল রাজ্য কমিটি গঠনের কাজ শুরু

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ টিসিএ ঘুমে, ঘুমুমে মিএফএ সহ একাধিক স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থা। অভিযোগ, যাদের হাতে অ্যাসোসিয়েশন তাদের পুরোপুরি ঘুমুমে রেখে ক্রীড়া নীতির নামে ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্যদ নাকি বিভিন্ন ইভেন্টের পশ্চিম জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন গঠনের কাজ শুরু করেছে। জানা গেছে, ইতিমধ্যে নাকি জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন তৈরির জন্য ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্যদ মাঠে নেমে পড়েছে। যদিও যে ক্রিকেট, ফুটবল, আর্থলেটিক্স, জুডো, যোগাসন, হ্যান্ডবল, ভলিবল ইত্যাদিতে পশ্চিম জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন হবে সেই সমস্ত ইভেন্টের যে বৈধ বা ফেডারেশন বা বোর্ড স্বীকৃত রাজ্য সংস্থা রয়েছে তারা সব ঘুমুমে। প্রশ্ন উঠছে, স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে ঘুমুমে রেখে ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্যদ যে জেলা স্পোর্টস

অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে যাচ্ছে তার বৈধতা কি? ফেডারেশন বা বোর্ড অনুমোদন না দিলে এই সমস্ত প্রক্রিয়া আসলে কোন কাজে আসবে? বরং অভিযোগ, ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্যদ সমান্তরাল কমিটি গঠন করে আদতে রাজ্যের খেলাধুলার সর্বনাশ করে যাচ্ছে। জানা গেছে, ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্যদ যৌথভাবে ক্রীড়া নীতির কথা বলে বিভিন্ন ইভেন্টের জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে যাচ্ছে। এখন বাধারঘাট পশ্চিম জেলা স্পোর্টস অফিসে চলেছে পশ্চিম জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন গঠনের কাজ। যে সমস্ত ক্লাব বা ইউনিটের কোন আগামীদিনে বিসিসিআই বা অল ইন্ডিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কাছে অনুমোদন চাইবে। ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্যদের যৌথ আবেদনের জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন চলে আসছে। তাদের লক্ষ্য নাকি রাজ্যে দ্বিতীয়

টিসিএ বা দ্বিতীয় টিএফএ গঠন। জানা গেছে, পশ্চিম জেলা স্পোর্টস অফিসে, জেলা কমিটি গঠনের পর হবে রাজ্য কমিটি। অর্থাৎ টিসিএ, টিএফএ-র পাশাপাশি সরকারিভাবে রাজ্যে ফুটবল, ক্রিকেটের পৃথক রাজ্য কমিটি হবে যা টিসিএ বা টিএফএ-র বাইরে। খবরে প্রকাশ, ক্রীড়া পর্যদের বাম থেকে রাম হওয়া এক কর্তাই নাকি এসব কাজের মাটটার মাইন্ড। তিনিই নাকি টিসিএ এবং টিএফএ-র সমান্তরাল অ্যাসোসিয়েশন সরকারি মদতে গড়তে চলেছেন। এক্ষেত্রে দুই বছরের জন্য পুনর্নির্মাণপ্রাপ্ত ক্রীড়া সচিব এবং এক বছরের জন্য পুনর্নির্মাণপ্রাপ্ত ক্রীড়া অধিকর্তা যুক্ত। অর্থাৎ টিসিএ, টিএফএ-র সামনে এখন বিকল্প ক্রিকেট ও ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন তাও সরকারি মদতে গঠন করতে চলেছে ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্যদ।

বিভিন্ন ইভেন্টে জেলা কমিটি গঠন কিন্তু যথেষ্ট ইঙ্গিত পূর্ণ। জানা গেছে, জেলা কমিটি গঠনের পর হবে রাজ্য কমিটি। অর্থাৎ টিসিএ, টিএফএ-র পাশাপাশি সরকারিভাবে রাজ্যে ফুটবল, ক্রিকেটের পৃথক রাজ্য কমিটি হবে যা টিসিএ বা টিএফএ-র বাইরে। খবরে প্রকাশ, ক্রীড়া পর্যদের বাম থেকে রাম হওয়া এক কর্তাই নাকি এসব কাজের মাটটার মাইন্ড। তিনিই নাকি টিসিএ এবং টিএফএ-র সমান্তরাল অ্যাসোসিয়েশন সরকারি মদতে গড়তে চলেছেন। এক্ষেত্রে দুই বছরের জন্য পুনর্নির্মাণপ্রাপ্ত ক্রীড়া সচিব এবং এক বছরের জন্য পুনর্নির্মাণপ্রাপ্ত ক্রীড়া অধিকর্তা যুক্ত। অর্থাৎ টিসিএ, টিএফএ-র সামনে এখন বিকল্প ক্রিকেট ও ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন তাও সরকারি মদতে গঠন করতে চলেছে ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্যদ।

## সিদ্ধান্ত বদলের দাবি উঠেছে

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ একটি প্রাইজমানি টেনিস ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচ এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত করার অনুমতি দিয়েছে টিসিএ। স্বভাবতই গোটা রাজ্যের ক্রিকেট মহল টিসিএ-র এই খোর অক্লিকোয় সিদ্ধান্তে হতভম্ব হয়ে উঠেছে। ক্রিকেট মহল চাইছে, অবিলম্বে এই নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত বদল করা হউক। গর্বের এমবিবি স্টেডিয়ামকে এভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে রাজি নয় কেউ। প্রাক্তন ক্রিকেটার থেকে শুরু করে বর্তমান ক্রিকেটাররা টিসিএ-র এই সিদ্ধান্তে হতাশ। যদিও প্রকাশ্যে তারা এই ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে নারাজ। তবে ক্রিকেটারদের স্বার্থে এই ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে টিসিএ-কে পিছিয়ে আসার আবেদন জানানো হয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়াম বিসিসিআই-র অর্থের দৌলতে গড়ে উঠেছে। মাঠটির পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়। অসংখ্য কর্মী নিয়মিত কাজ করে চলেছেন। এই অবস্থায় এমবিবি-র এই মাঠকে টেনিস ক্রিকেটের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে তার পরিণতি ভয়ঙ্কর হবে বলে মনে করছে ক্রিকেট প্রেমীরা। কারণ এরপর থেকে আরও অনেকেই টেনিস ক্রিকেটের জন্য এই মাঠ দাবি করবে। তখন কি হবে? ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মাঠ হলেও এটি বিসিসিআই স্বীকৃত। জাতীয় ক্রিকেটের জন্য গোটা দেশে যেসব মাঠকে বেছে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম এমবিবি স্টেডিয়াম। তাই এমবিবি স্টেডিয়ামে টেনিস ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হলে বিসিসিআই হয়তো ভবিষ্যৎ-এ এখানে আর জাতীয় ক্রিকেট করবে না। নিজের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার সুরক্ষিত রাখার জন্য টিসিএ-র এক কর্মকর্তা একক প্রয়াসে এই হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে খবর। এর ফলে রাজ্যের ক্রিকেটকেও ডুবিয়ে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

## আজ সুপারে হাইভোল্টেজ ম্যাচ

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ রবিবার সুপার লিগের একটি হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হবে এগিয়ে চল সংঘ বনাম লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। চার দলীয় সুপার লিগের প্রথম ম্যাচে ফরোয়ার্ড ক্লাব জয় পেয়েছে। ফলে এগিয়ে চল সংঘ এবং লালবাহাদুর ক্লাবকে কিছুটা চাপের মধ্যেই নামতে হবে। পয়েন্ট হারানোর লক্ষ্যই হলো চ্যাম্পিয়নশীপ থেকে ছিটকে যাওয়া। ফলে বেশ সতর্ক হয়েই মাঠে নামবে দুইটি দল। আন্তাল মাঠে এদিন শেষ প্রস্তুতি সেরে নিলো লালবাহাদুর। শিশু হতাশ করছে

দলটি। লিগেও প্রথম দিকে ছন্দে ছিল না। তবে এরপর ক্রমশঃ ছন্দ ফিরে পেয়েছে। সুপার লিগে পৌছাতে বিশেষ কষ্ট হয়নি। প্রথম দিকে একজন বিদেশি ফুটবলার থাকলেও বার্থতার জন্য তাকে ছুটিই করা হয়েছে। এরপরও কিন্তু দলটি দৌড়াচ্ছে। আগামীকাল তাদের খেলতে হবে শক্তিশালী এগিয়ে চল সংঘের বিরুদ্ধে। যাদের প্রধান শক্তি হলো বিদেশি ফুটবলার অ্যারিস্টাইড। গোলের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিচ্ছে। নিজে গোল করছে, অপরকে দিয়েও করাচ্ছে। এককথায় এগিয়ে চল সংঘের প্রাণভোমরা হলো অ্যারিস্টাইড। ফলে দলীয়

কোচ সৃজিত হালদার বেশ আশ্বাবিশ্বাসী। ইন্দ্রনগর আইটিআই মাঠে এদিন অনুশীলন করলো তার দল। তিনি আশ্বাবিশ্বাসী তার দল আগামীকাল জিতবেই। সুপারের দলগুলির মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য নেই। তাই কিছুটা সতর্ক হয়েই মাঠে নামতে হবে বলে জানান। প্রতিপক্ষকে বাড়তি সমীহ নয়, আবার ফেলনাও নয়। এই নীতিতেই খেলতে চায় এগিয়ে চল সংঘ। ইতিমধ্যে শিল্প জয় সম্পন্ন হয়েছে। এবার লক্ষ্য লিগ। লক্ষ্যপূরণের তাগিদে আগামীকাল তাই জয় ছাড়া কিছুই ভাবছে না মোলারমাঠের এই দলটি।

## কুশল স্মৃতি টেনিসের শেষ চারে ত্রিপুরা

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ ১৮-তম কুশল স্মৃতি টেনিসে দলগত বিভাগের শেষ চারে উঠলো ত্রিপুরা-হোয়াইট দল। ত্রিপুরা-ব্লু দল বিদায় নিলেও আশা জ্বিইয়ে রেখেছে ত্রিপুরা-হোয়াইট। মালঞ্চ নিবাসের স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত আসরে গ্রুপে চারটির মধ্যে তিনটি ম্যাচ জিতে ১৯ পয়েন্ট পেয়ে শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছে ত্রিপুরা-হোয়াইট। আগামীকাল তারা ফাইনালে উঠার লড়াইয়ে বাংলার মুখোমুখি হবে। অপর সেমিফাইনালে খেলবে বিএসএফ বনাম মিজোরাম। অন্যদিকে, মিম্বাড ডারলসের ফাইনালে উঠেছে বাংলা এবং কলকাতার স্পোর্টস ক্লাব। এদিকে, এদিন আসরের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন হয়। এতে বিএসএফ-র ডিআইজি আশিস কুমার, টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর রঞ্জিত জৈন, ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।



সুশান্ত চৌধুরী উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকলেও বিকালে মালঞ্চ নিবাস স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে আসেন এবং খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হন। আগামীকাল সকাল সাটা থেকে খেলা শুরু হবে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হবে বিকাল চারটায়। এতে উপস্থিত থাকবেন বিএসএফ-র ডিআইজি এস কে নাথ, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্যদের সচিব অমিত রক্ষিত, বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুদর্শন ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

## আড়াই হাজার নিলাম সঞ্চালনা করেছেন হিউ এডমিডেস

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি। জীবনে আড়াই হাজারের বেশি নিলাম করেছেন হিউ এডমিডেস। আইপিএল-এ প্রথম নিলাম করেছিলেন ২০১৮ সালে জয়পুরে। কিন্তু কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি ৪৪ বছরের হিউয়ের। ৩৫ বছর ধরে নিলাম করছেন হিউ। শনিবার আইপিএল নিলাম চলাকালীন হঠাৎ মুখখুবড়ে পড়েন তিনি। ব্রিটেনের হিউকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ২০১৮ সাল থেকে নিলামের সঞ্চালক হিসাবে সুই করান। তাঁর আগে এই দায়িত্ব সামলায়েছেন রিচার্ড হেডলি। শুধু খেলার দুনিয়া নয়, হিউয়ের সঞ্চালনায় নিলামে বিক্রি হয়েছে অঁকা ছবি, আসবাবপত্র, চিনের মাটির জিনিসের মতো বিভিন্ন জিনিস। ক্রিস্টির আন্তর্জাতিক নিলামের ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করেছেন হিউ। সেখানে শুধু নিলাম করাই নয়, নতুনদের নিলামের সঞ্চালক হওয়ার প্রশিক্ষণও



দিয়েছেন তিনি। শনিবার আইপিএল-এর নিলাম চলাকালীন হঠাৎ সংজ্ঞা হারান হিউ। সেই সময় শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসরদন নিলাম চলছিল। রয়্যাল চ্যান্সেলরস ব্যাঙ্গলোর ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ দাম হেঁকেছে তাঁর। সেই অবস্থাতেই সংজ্ঞা হারান হিউ। এ বারের আইপিএল নিলামে ৫৯০ জন ক্রিকেটারের নিলাম করার কথা হিউয়ের। আরও ১০ জন ক্রিকেটারকে যোগ করা হয় শুক্রবার। মোট ৬০০ জনের নিলাম হবে দুই দিন ধরে। বেঙ্গালুরের সেই নিলামে ১০ দল মিলে কিনছিল ক্রিকেটারদের। সেই নিলাম চলাকালীন হঠাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে মুখখুবড়ে পড়েন হিউ। এই নিলামে আর অংশ নেবেন না হিউ। তাঁর বদলে চার্জ শর্ম নিলামের সঞ্চালনা করবেন।

## সদর অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু করা নিয়ে অভিভাবকরা শঙ্কিত

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ সদর অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট নিয়ে রীতিমত শঙ্কায় কোটিং সেটারগুলি। গত ১ ফেব্রুয়ারি সদরের ১৪টি ক্রিকেট কোটিং সেটারকে নিয়ে টিসিএ-র উপদেষ্টা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট কমিটির ম্যারাথন বৈঠকে ঠিক হয়েছিল যে, ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে সদর অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট। ঠিক হয় ১৪টি দলকে দুইটি গ্রুপে রাখা হবে। দুইটি গ্রুপের প্রথম দুইটি করে মোট চারটি দল খেলবে সুপার লিগে। গ্রুপ লিগের ম্যাচ হবে ৪০ ওভারের এবং সুপারের ছয়টি ম্যাচ হবে দুই দিনের। এমবিবি, পুলিশ অ্যাকাডেমি, নিপকো এবং নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে হবে খেলাগুলি। কিন্তু ১০ ফেব্রুয়ারির আগে কোটিং সেটারগুলিকে নাকি বলা হয় যে,

১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে খেলা শুরু হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যা অবস্থা তাতে কোটিং সেটারগুলি সম্ভবান যে, আদৌ ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে সদর অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু হবে কি না। জানা গেছে, ৩ জানুয়ারি মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ হওয়ার পর টিসিএ-র চার মাঠই এখন খালি। তবে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি নাকি এখন বিভিন্ন মাঠে টেনিস ক্রিকেটের অনুমতি দিচ্ছে। তবে ৩ জানুয়ারি মহিলা ক্রিকেটের ফাইনাল হয়ে যাওয়ার পর আজ ৪০ দিন হয়ে গেলেও সব মাঠ ফাঁকা। ক্রিকেট সিজনে নাকি এই ধরনের ঘটনা নজিরবিহীন। টিসিএ-র বর্তমান কমিটি ক্ষমতায় আসার পর এই ধরনের নজিরবিহীন ঘটনা একের পর এক ঘটিয়ে চলেছে। টানা ৪০

দিন মাঠ খালি কিন্তু টিসিএ ক্রিকেট শূন্য করে রেখেছে। জানা গেছে, কোটিং সেটারগুলি নাকি প্রতিদিন টিসিএ-তে গিয়ে সদর অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটের খোঁজ নিলেও কেউ কোন উত্তর দিতে পারছে না। টুর্নামেন্ট কমিটির কনভেনারের নাকি কোন খোঁজ নেই। চেয়ারম্যান পারিবারিক কাজে ব্যস্ত। এক সদস্য টিম ম্যানেজার হয়ে দিল্লিতে ফলে টিসিএ-তে নাকি ক্রিকেট নিয়ে কথা বলার কেউ নেই। ক্রিকেট মহলের আশঙ্কা, হয়তো সদর অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট বুলে গেছে। টিসিএ সচিবও শহরের বাইরে। ফলে ক্রিকেট নিয়ে টিসিএ-তে কোন আলোচনা নেই। এদিকে, বিভিন্ন স্কুলের পরীক্ষা যখন এগিয়ে আসছে তখন টিসিএ অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট নিয়ে টালহানা করছে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

## ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ পেলেন হর্যাল

বেঙ্গালুরু, ১২ ফেব্রুয়ারি। গত আইপিএল-এর আগে পর্যন্ত নিয়মিত খেললেও তেমন ধারাবাহিক ছিলেন না হর্যাল পটেল। কিন্তু গত বার আইপিএল-এ রয়্যাল চ্যালেন্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে দূরস্ত পারফর্ম করেন তিনি। ৩২ উইকেট নিয়ে লিগের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি তিনি। তার ফল পেলেন এ বারের আইপিএল-এ। নিলামে ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দাম উঠল তাঁর। ফের বেঙ্গালুরুতেই গেলেন তিনি। গত মরসুমে দূরস্ত খেলার পরেও এ বার আরসিবি ধরে রাখেই হর্যালকে। নিলামে যে তিনি ভাল দাম পাবেন তা প্রায় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু এতটা উঠবে তা হয়তো কেউ আবেদনি। হর্যালকে কেনার বিষয়ে আগ্রহ দেখান বেশ কয়েকটি দল। শেষ পর্যন্ত বেঙ্গালুরু বাজিমাত করে। শ্রেয়স আবারের পরে দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসাবে দুই অঙ্কের দামে বিক্রি হন তিনি। বেঙ্গালুরুকে গত মরসুমে প্লে-অফে তোলার পিছনে বড় ভূমিকা পালন করে তার বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করে মাঠের ভেতরে প্রবেশ করে। রেফারি তাপস দেদানাকে দুই ম্যাচের পরিস্থিতি সাথে দৌড়ে এসে তাকে লাল কার্ড

●এরপর দুইয়ের পাতায়

## ঝামেলায় জড়াচ্ছেন কর্মকর্তারাও

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ ৯০ মিনিটের উত্তেজক খেলা ফুটবল। সারাক্ষণই দৌড়ের মধ্যে থাকতে হয় ফুটবলারদের এবং রেফারিকে। স্বভাবতই অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে মাঠের এই ২৩ জন যোদ্ধা। মাঝে মাঝে এর রেশ গিয়ে পড়ে দর্শক গ্যালারিতে। এটা ফুটবলের চিরন্তন ইতিহাস। এটাই ফুটবলের আরও রোমাঞ্চকর এবং বর্ণময় করে তুলেছে। দর্শক টিকিট কেটে শুধু ৯০ মিনিটের লড়াই দেখতে যায় না। আনুষঙ্গিক হিসাবে তারা আরও অনেক কিছুই পেয়ে থাকে। আর উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ফুটবল ম্যাচে ফুটবলার এবং সমর্থকদের পাশাপাশি কর্মকর্তাদের ফাংমালার জড়িয়ে পড়ার দৃশ্যও দেখা যায়। শনিবারও উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং রামকৃষ্ণ ক্লাবের দুই কর্মকর্তা অব্যাহতি ঘটানায় জড়িয়ে পড়লেন। ফরোয়ার্ড ক্লাবের রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলার সুরভ চৌধুরী রেফারির সিদ্ধান্তে বিরক্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করে মাঠের ভেতরে প্রবেশ করে। রেফারি তাপস দেদানাকে দুই ম্যাচের পরিস্থিতি সাথে দৌড়ে এসে তাকে লাল কার্ড



দেখিয়ে গ্যালারিতে পাঠিয়ে দিলেন। ম্যাচের বয়স তখন ৮৬। ফরোয়ার্ড ক্লাবের কর্মকর্তারা এসে তাকে নিয়ে গেলেন গ্যালারিতে। তখনও কিছু বোঝা যায়নি। ম্যাচ শেষ হতেই ফরোয়ার্ড ক্লাবের এক বর্ষীয়ান কর্মকর্তা ছুটে আসেন এবং বিনা কারণেই উত্তপ্ত বাক্য প্রয়োগ করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তুলেন। পরিস্থিতিটা হয়তো সহ্য করতে পারেননি রামকৃষ্ণ ক্লাবের এক প্রধান ফুটবল কর্মকর্তা। তিনিও পাচা মারমুখী মেজাজে এগিয়ে আসেন। সাথে সাথেই মাঠের পরিস্থিতি পাল্টে যায়। দর্শকরা অবাক হয়ে

দেখতে থাকলো দুই দলের দুই কর্মকর্তার বাকবুদ্ধ। কিছুটা অবাকও হলো তারা। কারণ এসব তো তাদের একচেটিয়া রাজত্ব। সেখানেও এবার কর্মকর্তারা খাবা বসালেন। টিএফএ-র কর্মকর্তাদের সহায়তায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাটো তবে একটা নতুন ঝামেলার ইঙ্গিতও দিয়ে গেলে। এদিনের ঘটনা। অবশ্য দর্শকরা বেশ খুশি। তাই হলেও বোঝা যায়। কিন্তু দুই ক্লাবের দুই অভিধর্মকর্তাও এদিন যেভাবে ওই কর্মযাত্রা সমর্থকদের মতো ঝামেলায় জড়াছেন সেটাও কিন্তু কম উপভোগ্য ছিল না।



**“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা”**

# BAPPIRAJ FURNITURE

**Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura**

① Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

☎ 9436940366

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার

**JOB IN AGARTALA**

A Reputed Com. তে উচ্চ ও স্থায়ী পদে কাজ করার জন্য 36 জন Male / Female আবশ্যক। যোগ্যতা - মাধ্যমিক - গ্র্যাডুয়েট। Age limit - 18-26 year. বেতন - 5,500/- - 19,000/- টাকা।

— : যোগাযোগ : —

**Call - 8974755808**

**Whatsapp- 9774627911**

**রেস্টুরেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে**

বটতলা মেইন রোড + বাজারের মুখ সংলগ্ন সর্বসুবিধা যুক্ত Restaurant ভাড়া দেওয়া হবে।

— : যোগাযোগ : —

**Mob - 7005051995**

**8258936626**

**বিজ্ঞপ্তি**

ঔষুধের দোকানের জন্য ফার্মেসী লাইসেন্স প্রয়োজন।

যোগাযোগ করুন :—

**Mob - 8119028958**

**8794689076**

**কয়লা বিক্রয়**

এখানে উন্নতমানের নাগাল্যান্ডের কয়লা মজুত আছে।

যোগাযোগ করুন :—

**Mob - 9862305045**

**8794927918**

**ভাড়া দেওয়া ইইবে**

বড় রাস্তার পাশে একটি চালু ক্যাফে / রেস্টুরেন্টের সব জিনিসপত্র সহ ভাড়া দেওয়া হবে।

— : যোগাযোগ : —

**Mob - 9366793390**

**স্বপ্ন ভারতী**

জ্যোতিষ শাস্ত্রী

শিক্ষা, বিবাহ ও কর্মক্ষেত্রে সমস্যার প্রতিকার এর জন্য যোগাযোগ করুন।

চেন্নার :- শান্তিপাড়া পুকুর পার, মিনা গহনালায় এর উপর, 2nd floor, আগরতলা।

সময় :- সোম থেকে শনিবার ২ টা থেকে ৬ টা রবিবার ১২ টা থেকে ৬ টা

**Mobile No. 9774992432 / 6033219866**

**আপনার শহরে এসে গেছে**

Japanese Technology তে তৈরী ভারতবর্ষ খ্যাত উন্নত মানের

**SANJUI**

DIGITAL AUTO RICKSHAW FARE METER

ত্রিপুরা সরকারের পরিবহন দপ্তর দ্বারা অনুমোদিত

**BOOKING & SERVICES CENTRE**

Authorised Distributor : (Approved by Tripura Transport Dept. and State Legal Metrology Dept.)

**M/S. AJAY PAUL**

Sakuntala Road, Opp. of Metro Bazar, Agartala, Tripura (W)

**Mobile : 9774543698 / 9436122718**

**চক্ষু চিকিৎসা**

ডা. পার্থপ্রতিম পাল Ex-Consultant, LV Prasad Eye Institute প্রতিদিন রোগী দেখছেন।

ক্লিনিক : কর্ণেল চৌমুহনি, শনি মন্দিরের বাম পাশে।

সময় : সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা

রবিবার : সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা

ঃ যোগাযোগ : 8583948238, 9436124910, 0381-2324435

## ট্রিপারের চাকায় পিষ্ট শিশু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১২ ফেব্রুয়ারি।। মর্মান্তিক যান দুর্ঘটনায় ৪ বছরের শিশুর মৃত্যুতে শনিবার সকালে শোকের ছায়া নেমে আসে মন্দিরনগরীতে। এদিন সকালে অমরসাগরের পশ্চিম পাড় এলাকায় রসুল মিয়া'র একমাত্র ছেলে আজমির হোসেন নিকটায়ীর সাথে ওষুধ কেনার জন্য বাজারে এসেছিল। জগন্নাথ চৌমুহনি থেকে রমেশ চৌমুহনির দিকে আসা একটি ট্রিপারের চাকার নিচে পড়ে যায় ওই শিশুটি। যার ফলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ছেলের বাবাও ঘটনার সময় আশপাশেই ছিলেন। কিন্তু ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি ছুটে আসেন। ঘটনাস্থলে এসে আজমির হোসেনের শরীরের অবস্থা দেখে তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। রসুল মিয়া এবং তার পরিজনদের চিৎকারে গোটা এলাকার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠে। তবে এই দুর্ঘটনার জন্য কেউই ট্রিপার চালককে দায়ী করেননি। কারণ, প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী শিশুটি আচমকা মাটি বোকাই ট্রিপারের সামনে এসে পড়ে

যায়। যদিও পুলিশ ওই ট্রিপার চালককে আটক করে। ঘটনার খবর পেয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ-সহ আরকেপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তবে এদিন উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীদের ভূমিকায় স্থানীয়রা ক্ষোভ জানিয়েছেন। কারণ, শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে প্রথমে অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীদের খবর দেওয়া হয়। কিন্তু তারা ঘটনাস্থলে আসেননি। পরবর্তী সময়

● এরপর দুইয়ের পাভায়

## গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১২ ফেব্রুয়ারি।। যান সঙ্ঘাসে রাজ্যে মৃত্যুর মিছিল অব্যাহত। শুক্রবার রাত অনুমানিক ১২টায় উত্তর জেলার পানিসাগর থানা এলাকার জলাবাসা হাসপাতাল সংলগ্ন দামছড়া-পানিসাগর সড়কে দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় রূপক দাস নামে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় জলাবাসা এলাকায় শোকের পাশাপাশি ক্ষোভ থুমায়িত হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে গৃহকর্তা ঘরে না ফেরায় তার স্ত্রী এবং মেয়ে খৌজখবর নিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সম্মুখস্থ দামছড়া-পানিসাগর সড়কে অনুসন্ধান করতে থাকেন। কিছু দূর গিয়ে উপরোক্ত সড়কের একপাশে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত রূপক দাস পিতা মৃত বিধুভূষণ দাসকে পড়ে থাকতে দেখে মা ও মেয়ে উচ্চস্বরে চিৎকার ও কান্নায় ভেঙে পড়েন। মা ও মেয়ের আতঁচিৎকারে আশপাশ এলাকার মানুষ ছুটে আসেন এবং রক্তাক্ত রূপক দাসকে জলাবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রূপক দাসকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে দুর্ঘটনাজনিত

● এরপর দুইয়ের পাভায়

## তেরো মাসের বেতন না পেয়ে ক্ষুব্ধ পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। এখনও মিলেনি ১৩ মাসের বেতন। এনিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে পুলিশের মধ্যে। সাধারণত বছরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তের মাসের বেতন মিটিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের কনস্টেবল থেকে সাব ইন্সপেক্টর পর্যন্ত। কিন্তু বহু বছর পর এবার ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ চলে শেষ হতে আর দু'দিন বাকি থাকলেও তের মাসের বেতন মিলেনি অধিকাংশ পুলিশ কর্মীদের। এনিয়ে চরম ক্ষোভ রাজ্য পুলিশের কর্মীদের মধ্যে। সবচেয়ে বেশি বিগত পশ্চিম জেলা। পুলিশ

কর্মীদের জন্য বোঝানো হচ্ছে এই জন্য দায়ী ডিভিওরা। এর সঙ্গে যুক্ত মিনিস্ট্রিয়াল কর্মীরা। নতুন বছর এমনিতেই পুলিশের জন্য ভালো যাচ্ছে না। আর্থিক দিক থেকে ক্ষতির মুখে পুলিশরা। এমনিতেই অডিটে ধরা পড়েছে গত কয়েক বছরে ১৩ মাসের বেতন বেশি দেওয়া হয়েছিল পুলিশ কর্মীদের। যে কারণে জেলা পুলিশ থেকে অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী বেতন কেটে নেওয়া হয়েছে। কনস্টেবল থেকে সাব ইন্সপেক্টর স্তরের পুলিশ কর্মীদের। প্রত্যেকেরই ফেব্রুয়ারি

● এরপর দুইয়ের পাভায়

**জয়রাম রত্ন সন্ডাট**

পরীক্ষিত গ্রহরত্ন ও সর্বরকম বাস্তব যন্ত্রম, রূপায় মুক্তা এবং গোষ্ঠ প্লেটেড জুয়েলারীর বিশেষ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ঠিকানা- বিদ্যাসাগর চৌমুহনী (ব্রীজ সংলগ্ন) যোগেন্দ্রনগর, আগরতলা

**Contact : 9774444188 / 7005541163**

বিঃদ্রঃ এখানে বিশেষজ্ঞ জ্যোতিষ শাস্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ নেওয়ার সু-ব্যবস্থা আছে।

**জয়গুরু বামদেব / জয় মা তাঁরা**

জ্যোতিষ শাস্ত্রী

শ্রী গোপাল আচার্য ( স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত) ও তন্ত্র সাধক। হস্তরেখাবিদ, গ্রহশাস্তি, বাস্তবদোষ নিবারণ, পারিবারিক শাস্তি, শত্রুজয়, আর্থিক উন্নতির জন্য।

যোগাযোগ করুন

ঠিকানা : জয়রাম রত্ন সন্ডাট

বিদ্যাসাগর চৌমুহনী, যোগেন্দ্রনগর, আগরতলা

**Contact : 7005759276 / 9863731344**

প্রতিদিন : রবিবার, বুধবার, শুক্রবার

**ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার**

Paradise Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan Agartala - 8787626182

**পেটের সমস্যা ও পায়খানা পরিষ্কার রাখার জন্য সেবন করুন।**

**L- Rex Powder**

**MRP : 110/-**

**সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুর দেহ**

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। শনিবার সকালে অস্থিী মার্কেট এলাকায় সদ্য জন্ম নেওয়া এক শিশুকন্যাকে মাটির কলসির ভিতরে ঢুকিয়ে কে বা কারা রাস্তার মাঝে ফেলে যায়। পরে এলাকাবাসী বিষয়টি দেখে আমতলী থানায় খবর দেয়। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। সন্তানটি কার জানা যায়নি। তবে এই ঘটনায় আবার নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কারও অপকাজের ফল এই শিশুকে ভুগতে হয়েছে বলেও অনেকের অভিমত। ঘটনার তদন্ত করার ও দাবি উঠেছে।

## গভীর রাতে উধাও গৃহবধূ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১২ ফেব্রুয়ারি।। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই কর্মসূত্রে বিদেশে থাকতেন। এক বছর আগে তারা বাড়িতে এসেছিলেন। ওই গৃহবধূর দুই সন্তানও আছে। কিন্তু শুক্রবার গভীর রাতে পুত্রসন্তানকে ঘরে রেখে মেয়েকে সাথে নিয়ে উধাও হয়ে যান বিজাল হোসেনের স্ত্রী মিনুয়ারা বেগম। বিশালগড় থানার ঘনিয়ামারা এলাকায় বিজাল হোসেনের বাড়ি। ওইদিন স্বামী বিজাল হোসেন বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। রাত অনুমানিক ১১টা নাগাদ বাড়ি ফিরে

● এরপর দুইয়ের পাভায়

**তৈরি বাড়ি বিক্রয়**

উদয়পুর রমেশ চৌমুহনিত তৈরি বাড়ি বিক্রয় হইবে।

— : যোগাযোগ : —

**Mob - 6033316321**

**ব্র্যাস এখন আর দুঃখ নয়**

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশে অতিসত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

**মিয়া সুফি খান**

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সন্তান এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন, সন্তানের চিন্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুলসি সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাজে কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সতেরো একটি নাম।

**মোবাইল : 8798144508 / 8798144507**

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

**আরোগ্য**

The complete holistic health solutions

**YOUR HEALTH IS OUR PRIORITY**

**ABOUT US**

We believe in Complete solutions of your problem, without any side effect, in a reasonable cost which is easily affordable for all citizens.

**for more info**

[www.arogyahomoeo.com](http://www.arogyahomoeo.com)

**Contact us for more info**

9612721087 / 6909988137

[arogyahomoeo@gmail.com](mailto:arogyahomoeo@gmail.com)

**OUR CARE SERVICES**

- Quick Appointment
- 24 Hours Care
- Medicine Service
- Care Health

Behind East Police Station, Old Motorstand

**মেডিকা সেন্টার আগরতলা**

**মেডিকা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ পরামর্শের জন্য উপস্থিত থাকবেন**

**নিউরো ওপিডি**

ডাঃ সুনন্দন বসু  
কনসাল্টেন্ট - নিউরো অ্যান্ড স্পাইন সার্জারি  
MBBS, FRCS, EANS  
European Certificate of Neurosurgery

**রেসপিরেটরি ওপিডি**

ডাঃ নন্দিনী বিশ্বাস  
কনসাল্টেন্ট - রেসপিরেটরি মেডিসিন  
MRCP (UK & London) CCT (UK) FRCP (Edin)

তারিখ : 24/02/2022

☎ 7005128797 / 03812310066

**টেরেসা হেল্থ কেয়ার**

বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামের পশ্চিম দিকে, নর্থ গেটের সামনে, আগরতলা, ত্রিপুরা ৭৯৯০০১

**৩৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী**

জন্ম : ০৫.০১.১৯৩৯ ইং  
মৃত্যু : ১৩.০২.১৯৮৭ ইং

**বিবাজ হোসেন দে**

প্রাক্তন শিক্ষক বড়দোয়ালী উচ্চবিদ্যালয় এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর সিনিয়র প্লটিন কমান্ডার

‘নয়ন সমুখে তুমি নাই  
হৃদয়ের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাই  
আজকের মতো এমনি দিনে  
আমাদের ছেড়ে চলে গেছো অমৃতধামে।  
আজ তোমার ৩৫তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমাদের প্রণাম।  
শোকহত

জ্যোতি রানী দে (পত্নী) কিশোর, অশোক, অনুপ, অরুণ (পুত্রগণ) রেখা, অঞ্জনা, বীণা, কাকলী (পুত্রবধূগণ) অমিত, সুজিত, সুমিত, আয়োস (নাতীগণ) মান্নি, সোনাই, অনুষ্কা (নাতনীগণ) পিংকি, রিয়া, মন্দিরা (নাত বউগণ) বৈশালী, দেবরত, চুনচুন এবং মেসার্স অরুণ কুমার দে এন্ড কোং এর কর্মীবৃন্দ। ড্রপগেইট, এ.ডি.নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা।

**Happy Valentines Day**

**INDIAN CAKES & NUTS AGARTALA**

বাড়িতে বসেই মনের পছন্দমতো কেক অর্ডার করার জন্য আজই Android Playstore থেকে ডাউনলোড করুন “INDIAN CAKES AND NUTS” App এবং কম্পিউটার থেকে খুলুন indiancakesandnuts.com

Home Delivery Available.

কেক-এর কাজ শিখে নিজেই বিনির্জন করে গড়ে তোলার জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

Franchise Opportunity Open.

**Call : 7005503316**

**অল ইন্ডিয়া ওপেন চ্যালেঞ্জ**

**Free সেবা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান**

প্রোমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গর্ভদণ্ড, কর্ণে বাধা, গুপ্তবিনা কলাজাদু, মুঠকরনী, জাদুটোনা, কবীকরণ স্পেশালিস্ট।

**ঘরে বসে A to Z সময়সার সমাধান**

যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান

স্পেশালিস্ট ও বশীকরণ, মুঠকরনী এবং কলাজাদু

**Contact 9667700474**

**পাইলস, ফিসটুলা ক্লিনিক**

বিনা অপারেশনে আয়ুর্বেদিক ক্ষাররত্ন পদ্ধতি চিকিৎসালয়

**ডাঃ স্বরূপ মজুমদার**

এম.এস (আয়ু)

আ্যিস্টেন্ট প্রফেসর, রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল আয়ুর্বেদিক কলেজ এণ্ড হসপিটাল।

**03813564210 / 8119907265 / 8119853440**

**মেডিক্যান ডায়গনস্টিক**

৪৫, হরি গঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা।

**চাকুরি ও শত্রু দমনে শ্রেষ্ঠ**

যেমন চাকুরি, গৃহশান্তি, প্রেম, বিবাহ, সন্তানের চিন্তা, ঋণমুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোনও ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সময় : সকাল ৯.০০ - ১২.০০ টা  
বিকাল : ৩.০০ - ৬.০০টা

**Contact : 9862218230 / 8131076904**

**বিশেষ দ্রষ্টব্য**

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।